NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ তিলোত্তমার প্রতিবাদ কতটা মিডিয়ার অভিঘাত?

পোলবায় ১৬ বছরের নাবালিকা নিখোঁজে তদন্ত ৫

কলকাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৪ ১ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.10.2024, Vol.18, Issue No. 126 8 Pages, Price 3.00

জীবিত অবস্থায় আগুন দেওয়া হয় কৃষ্ণনগরের তরুণীর গায়ে

সাত দিনের পুলিশি হেপাজত অভিযুক্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: খুনের পর নয়, আগেই তরুণীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জীবিত অবস্থাতেই তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়, বৃহস্পতিবার কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল (জেএনএম) হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করে বেরিয়ে এমনটাই জানান চিকিৎসক সৌম্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, জীবিত অবস্থাতেই যে তরুণীর গায়ে আগুন ধরানো হয়েছিল, ময়নাতদন্তে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে অ্যাসিড বা অন্য কোনও রাসায়নিক ঢেলে তরুণীকে পোড়ানো হয়েছিল বলে প্রমাণ মেলেনি। আরও কিছু তদন্ত বাকি আছে, জানান ওই চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত তাঁকে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠিয়েছে।

বৃহস্পতিবার কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তরুণীর দেহের ময়নাতদন্ত হয়। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমাদের আরও কিছু কাজ বাকি আছে। সব কাজ মিটলে তদন্তকারী আধিকারিককে আমরা জানিয়ে দেব। অ্যাসিডে পোড়ানোর কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি। যা পেয়েছি, তা 'অ্যান্টিমর্টেম বার্ন' (অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় পোড়ানো)।'

তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রসঙ্গে ওই চিকিৎসক বলেন, 'কিছু রাসায়নিক পরীক্ষা আমাদের এখনও বাকি আছে। তা না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু জানাতে পারছি না। আগুনে পুড়ে গেলে এমনিতেই দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণ হয়। আমরা সে সব সংরক্ষণ করেছি।'

উল্লেখ্য, বুধবার তরুণীর অর্ধনগ্ন এবং অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয় কৃষ্ণনগরে। পরিবারের দাবি, তাঁকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে তরুণীর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তবে পুলিশের তদন্তে আস্থা নেই পরিবারের। তারা জানিয়েছে, তারা সিবিআই তদন্ত চায়। তরুণীর প্রেমিককে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তাঁকে সাত দিনের জন্য পুলিশের হেপাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক।

আদালতে যাওয়ার মুখে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত। তিনি দাবি করেন, ঘটনাস্থলে তিনি ছিলেনই না। অভিযুক্তের মা-ও দাবি করেছেন, তাঁর পুত্র নির্দোষ।

গঠন করা হয়েছে সিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় সিট গঠন করা হয়েছে বলে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, মৃতার পূর্ব পরিচিত রাহুল সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদিন দুপুরে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার, ডিআইজি সিআইডি সোমা দাস ও মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি ওয়াকার রাজা কৃষ্ণনগরে আসেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। অন্যদিকে, মৃতার পরিবারের দাবি অনুযায়ী দেহটি কল্যাণী কলেজ অব মেডিসিন জেএনএম হাসপাতালের পুলিশ মর্গে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পোস্টমর্টেম করা হয়। এবং সেটি ভিডিওগ্রাফিও করা হয়। কল্যাণী জেএ এমের পুলিশ মর্গের সামনে বিজেপি ও সিপিআইএমের পক্ষ থেকে দোষীদের বিচার চেয়ে শাস্তির দাবিতে স্লোগান দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগরে এসইউসিআই-এর পক্ষ থেকে মিছিল বের করা হয় ও কোতোয়ালি থানার গেটে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিন পাঁচটা নাগাদ মৃতদেহ শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল থেকে দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।পরে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার অমরনাথ কে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

'আমি ছিলাম না', দাবি অভিযুক্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। বৃহস্পতিবার আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরকাণ্ডে অভিযুক্ত এই দাবিই করলেন। পরিবারের দাবি, তাঁকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় তরুণীর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তরুণীর পরিবারের দাবি, তাঁকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। আঙুল তরুণীর প্রেমিকের দিকে। এই দাবি মানতে চাননি ওই তরুণ। ধৃত তরুণ বৃহস্পতিবার আদালতে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বার বার দাবি করেছেন, তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। তাঁর কথায়, 'আমি ছিলাম না।' অভিযোগ উঠেছে, কৃষ্ণনগরের কলেজ মাঠে তিনি ঘটনার রাতে গিয়েছিলেন। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কলেজ মাঠে দু'জন বন্ধু ছিলাম। আর কেউ ছিল না।' অভিযুক্তের মা-ও দাবি করেছেন, তাঁর পুত্র নির্দোষ। ঘটনার দিন, মঙ্গলবার রাতে তাঁর পুত্র কোথায় ছিলেন, তা-ও জানিয়েছেন তিনি। অভিযুক্ত যুবকের মায়ের দাবি, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁর ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসেন। মায়ের দাবি, ছেলে তাঁকে জানিয়েছিলেন, তিনি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। এর পর সামান্য কিছু খেয়ে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েন বলেই দাবি মায়ের। যদিও তরুণীর মা সেই দাবি মানেননি। যুবককে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাঁর বাবা, মাকেও আটক করে জেরা করেছে পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে তাঁদের কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অসম চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব বৈধ

ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনের ৬-এর এ ধারা সাংবিধানিকভাবে বৈধ। ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে বকলমে বৈধতা পেয়ে গেল অসম চুক্তি। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের চার বিচারপতি নাগরিকত্ব আইনের ৬-এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একজন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে অসম চুক্তি বৈধতা পেল।

১৯৮৫ সালে তৎকালীন রাজীব গান্ধির নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার, তৎকালীন অসম সরকার এবং অসমের অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তি অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যে সব শরণার্থী অসমে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা সকলেই দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর যারা ভারতে এসেছেন তাঁদের নাগরিকত্ব বাতিল হবে। অসম চুক্তির ওই শর্তকে বৈধতা দেওয়ার জন্য 'মানবিকতার খাতিরে' ভারতের নাগরিকত্ব আইনে ৬-এ ধারাটি যোগ করা হয়।

২০১২ সালে সংবিধানের এই ৬এ অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয় অসম সম্মিলিত মহাসংঘ। তাঁদের দাবি ছিল, এই অনুচ্ছেদটি অসাংবিধানিক। কারণ, এর মাধ্যমে আলাদা আলাদা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার আলাদা আলাদা শর্ত দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই সংগঠনের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি এম এম সুন্দ্রেশ এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র ৬-এ ধারাটির বৈধতার পক্ষে মত দেন। বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা ভিন্নমত পোষণ করেন।

কেন্দ্র ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, নাগরিকত্ব আইনের এই ৬-এ ধারায় ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১৪ হাজার ৩৪৬ জন অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বিতড়িত করা হয়েছে। নাগরিকত্ব পেয়েছেন ১৭ হাজার ৮৬১ জন। আরও ৩২ হাজার ৩৮১ জনকে 'বিদেশি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গাজায় খতম হামাস প্রধান

গাজা সিটি, ১৭ অক্টোবর: হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ খুন হয়েছিল কয়েকমাস আগে। এবার ইজরায়েলি সেনার হাতে খতম হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারও। এই নেতার নির্দেশেই গত বছরের ৭ অক্টোবরে ইজরায়েলে হামলা চালায় জঙ্গি গোষ্ঠীটি। মৃত্যু হয় ইজরায়েলের ১২০০ নাগরিকের। সেই নেতাই গাজায় আইডিএফের হামলায় খতম হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হামাস প্রধান সিনওয়ারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

আদালতে সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক সঙ্কট চলছে। আইনজীবীর টাকা (ফিজ) দিতে হিমশিম অবস্থা হচ্ছে। ব্যাঙ্কে নিজের স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) ভাঙাতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। ব্যাঙ্ক থেকে ২০ লক্ষ টাকা তুলতে চেয়ে একাধিক স্থায়ী আমানত ভাঙাতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। শুক্রবার বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের বেঞ্চে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

মনোনয়ন শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার থেকেই রাজ্যের ৬ বিধানসভা উপনির্বাচনের মনোনয়ন জমা শুরু হচ্ছে। চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। পর্যবেক্ষণ হবে ২৮ শে অক্টোবর। প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩০ অক্টোবর বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানোর পর থেকেই দফায় দফায় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে রাজ্যে আসন্ন ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনের ছয় জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের আধিকারিকেরা।

বিস্তারিত শহরের পাতায়।

মোদি-শাহর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় দফায় শপথ নিলেন নায়াব সাইনি

চণ্ডীগড়, ১৭ অক্টোবর: প্রথম দফায় ৬ মাস কুর্সিতে ছিলেন। তাতেই কেল্লা ফতে, তাঁর নেতৃত্বে হরিয়ানায় বিপুল ভোটে জয় পেয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সেই নায়াব সিং সাইনিই দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে শপথ নিলেন সাইনি। সঙ্গে ছিলেন মনোহর লাল খট্টর, অনিল ভিজের মতো রাজ্যের শীর্ষ নেতারাও। সাইনির সঙ্গে শপথ নিলেন ১৩ জন মন্ত্রী।

পঞ্চকুলা স্টেডিয়ামে ছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। যেখানে প্রায় ৫০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শীর্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি প্রমুখ। আরও ছিলেন এনডিএ শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। উল্লেখ্য, হরিয়ানার নতুন সরকারের শপথগ্রহণ স্থগিত রাখার দাবিতে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ ওই আবেদন খারিজ করে।

এদিন সাইনি ছাড়াও শপথ নিলেন অনিল ভিজ, কৃষান লাল পানোয়ার, রাও নরবীর সিং, মহিপাল ঢান্ডা, ভিপুল গোয়েল, অরবিন্দ কুমার শর্মা, শ্রুতি চৌধুরী, শ্যাম সিং রানা, রণবীর সিং গঙ্গা, কৃষান বেদি, আরতি সিং রাও এবং রাজেশ নগর। উল্লেখ্য, মনোহর লাল খট্টর গদি ছাড়ার পর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নায়াব সিং সাইনি। এরপর ৫ অক্টোবরে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পায় বিজেপি। ৯০ আসনের বিধানসভায় ৪৮ আসন জিতে গেরুয়া শিবির। এক্সিট পোলে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের।

বৃহস্পতিবারও শহরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, উপকূলে ঢেউয়ের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিকেলেও বৃষ্টি হয়েছে কলকাতার কোথাও কোথাও। বুধবার বিকেলেই যেন সন্ধ্যা নেমেছিল শহর জুড়ে। তাতে একাধিক রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। আগামী কয়েক দিন শহরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে উঁচু ঢেউয়ের সতর্কতা জারি করা হল। দিঘা, মন্দারমণি-সহ একাধিক সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে। ওই সময়ের মধ্যে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে পর্যটক এবং স্থানীয়দের। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও সতর্কতা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে নেই। সমুদ্রের ঢেউয়ের গতিবিধি যাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁরা আবহাওয়া দপ্তরে ঢেউ সংক্রান্ত এই পূর্বাভাস জানিয়েছেন। পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালের পর শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে উঁচু ঢেউ দেখা যেতে পারে। ঢেউয়ের উচ্চতা হতে পারে তিন ফুট থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত। ১৪ থেকে ২১ সেকেন্ড পর্যন্ত সেই উঁচু ঢেউ স্থায়ী হতে পারে। আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও কারণে এই ঢেউয়ের সৃষ্টি হবে না, জানিয়েছে হাওয়া অফিস। অন্য কোনও সামুদ্রিক পরিস্থিতি এর নেপথ্যে থাকতে পারে। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলে নৌকো চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পর্যটকদেরও সতর্ক থাকতে হবে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদিয়ায়। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।

'আমি নেতা নই, আপনাদের মতোই একজন কর্মী...'

বিজয়া সম্মিলনীতে দলীয় কর্মীদের বার্তা অনুব্রতর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস আগেই ডাক দিয়েছিল বিজয়া সম্মিলনীর। জেলায়-জেলায়, পাড়ায়-পাড়ায় গিয়ে নিবিড় জন সংযোগের ডাক দিয়েছে তারা। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ১বীরভূমে তেমনই বিজয়া সম্মিলনী পালন করছে তৃণমূল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সেখান থেকে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বড় বার্তা দিলেন তিনি। এমনকী নরম সুরে কর্মীদের বুঝিয়ে বললেন নিজের কথা।

অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প আছে। উন্নয়ন চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। আমি আপনাদের মতোই একজন কর্মী। বুথ কর্মীরাই দল বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি নেতা নই। আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও হানাহানি করবেন না। মারামারি করবেন না। কাছে টেনে নিন। দল আরও বড় হবে। কার জন্য ঝগড়া করবেন? আমার জন্য, মন্ত্রীর জন্য ঝগড়া করতে হবে না। আমরা সবাই কর্মী হয়ে যাই। নেতা হব না। আমাদের একজন নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা কর্মী থেকে মানুষের পাশে থাকব।'

যদিও, এ দিন মঞ্চে দেখা গেল না কাজল শেখকে। তবে তাঁর খোঁজ নিয়েছেন কেষ্ট। বলেছেন, 'কাজল শেখ এসেছে? আসতে পারেনি। সবাই মিলে আবার আসব। সব কষ্ট দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে দল করব।'

বেড়ানোর নতুন দিন আনল ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: দূরপাল্লার টিকিট কাটার নিয়মে বদল আসছে নভেম্বরের প্রথম দিন থেকেই। নিশ্চিত টিকিট হাতে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য আর চার মাস আগে টিকিট কেটে রাখতে হবে না। নতুন নিয়মে ১২০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিন আগে থেকে ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু করবে ভারতীয় রেল। বুধবারই এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল বোর্ড ও রেল মন্ত্রক। তিন মাসের পরিবর্তে দু'মাস আগে টিকিট কাটার ব্যবস্থা হলে অনেক মানুষের সুবিধা হবে বলেই মনে করছে রেল।

এখনও পর্যন্ত যে নিয়ম রয়েছে তাতে ট্রেন ছাড়ার দিনটি বাদ দিয়ে ১২০ দিন আগে কোনও ট্রেনের টিকিট সংরক্ষণ শুরু হয়। এর ফলে অনেক আগে থেকে ভ্রমণের পরিকল্পনা করে ফেলতে হয়। এ বার সেই অগ্রিম পরিকল্পনার মেয়াদ এক মাস কমানোর সুবিধা করে দিচ্ছে রেল। এখন যদি কেউ ফেব্রুয়ারি মাসের টিকিট বিক্রি শুরুর দিনেই কাটতে চান তবে যে দিন ট্রেন ছাড়বে সে দিন থেকে ১২০ দিন আগে কেটে নিতে হবে। কিন্তু সেই নিয়ম বদলে যাবে ১ নভেম্বর। তা বলে, ১ জানুয়ারির টিকিট বিক্রি ওই দিন থেকে শুরু হবে না। কারণ, চলতি নিয়মে ১ জানুয়ারিতে যে ট্রেন তার টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে ১ নভেম্বর থেকে টিকিট বিক্রির নতুন নিয়ম চালু হয়ে গেলেও তার সুবিধা মিলবে কিছু দিন পর থেকে। কারণ, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত চালু থাকবে ১২০ দিন আগে টিকিট কাটার নিয়ম। ওই দিন শুরু হয়ে যাবে ২৮ ফেব্রুয়ারির টিকিট সংরক্ষণ। সেই হিসাবে ১ মার্চের টিকিট কাটার ক্ষেত্রেই প্রথম ৬০ দিন আগে টিকিট কাটার সুবিধা মিলবে।

৬০ দিন আগে টিকিট কাটার ক্ষেত্রেও বাতিলের নিয়ম একই থাকছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় রেলের এমন কিছু ট্রেন রয়েছে যেগুলির টিকিট বর্তমান নিয়মে মাত্র ৩০ দিন আগে কাটা যায়। তাজ এক্সপ্রেস, গোমতি এক্সপ্রেস-সহ সেই সব ট্রেনগুলির ক্ষেত্রে নিয়ম বদল হচ্ছে না। একই ভাবে বিদেশি নাগরিকেরা এখনকার মতো ৩৬৫ দিন আগেই কোনও ট্রেনের টিকিট কেটে রাখতে পারবেন।

বিষমদের বলি বেড়ে ২৭

পাটনা, ১৭ অক্টোবর: বিহারে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যু হল ২৭ জনের। অথচ সে রাজ্যে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ। বৃহস্পতিবার বিহারের সিওয়ান এবং সারনের একাধিক জায়গায় বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই নীতীশ সরকারকে দুষেছেন বিরোধীরা। এই ঘটনার পরেই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, বৈঠকে আবগারি বিভাগের সচিবকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনায় দ্রুত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

শহর জুড়ে ধনদেবী মা লক্ষ্মীর আরাধনায় ব্যস্ত বিশিষ্টজনেরা

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ধন লক্ষ্মীর আরাধনা।

লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যর গৃহে।

কোজাগরী লক্ষ্মীমাতার পুজো সারলেন সুদীপ এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANE OF NAME

I, **Md Jahangir Ansari,** S/o Kajim Ali R/o Flat No. 1Ell Regent Sonarpur, Sonarpur Station Road, Kusumba, Narendrapur, Kolkata, W.B. - 700103 have changed my name to **Md Jahangir Alam Dhali S/o Kajem Dhali** vide affidavit no. 38101 dated 03.10.24 sworn in the court of Judicial Magistrate 1st Class, Alipore. That **Md Jahangir Ansari, S/o Kajim Ali** & **Md Jahangir Alam Dhali S/o Kajem Dhali** is the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ই অক্টোবর, ১লা কার্তিক। শুক্র বার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ শুক্র বার। খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(শিরডি সাঁই বাবার প্রয়াণ দিবস। বাউল শ্রেষ্ঠ লালন ফকির র প্রয়াণ দিবস। শুভ কর্ম বিবাহ। দেবতা গঠন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন। বিপন্যরম্ভ। কুমারী নাসিকাবেধ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শুক্র থেকে শুরু ৬ বিধানসভা উপনির্বাচনের মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার থেকেই রাজ্যের ৬ বিধানসভা উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে। চলবে আগামী ২৫ শে অক্টোবর পর্যন্ত। এই মনোনয়নপত্রের পর্যবেক্ষণ হবে ২৮ শে অক্টোবর। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩০ শে অক্টোবর বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানোর পর থেকেই দফায় দফায় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে রাজ্যে আসন্ন ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনের ছয় জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের আধিকারিকেরা। দপ্তর সূত্রে খবর জরুরী ভিত্তিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব কে তলব করেছে দেশের নির্বাচন কমিশন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এখন দিল্লিতে। তবে সেখান থেকেই একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জোর কদমে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর রবিবার সন্ধ্যের মধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছাবে শতাধিক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার আগে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ভোট কর্মী থেকে শুরু করে বুথের পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা সবকিছুই ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখেছে একদিকে নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে যে পূর্বাভাস রয়েছে সেই কারণেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষকে আগাম প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যদি হঠাৎ করে বৃষ্টি বা কোনরকম আবহাওয়ার বিপত্তি দেখা দেয় তার জন্য। অন্যদিকে কমিশন সূত্রে খবর উপনির্বাচন বলে কোন রকমেই গাফিলতির মধ্যে রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন এই ছয় জেলার উপ নির্বাচন ক্ষেত্র কে। আর সেই কারণেই ১০০ শতাংশ বুথেই হবে ওয়েবকাস্টিং থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে সব রকম ব্যবস্থা। লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রে যে পরিধিকে ব্যবহার করা হয় এই ক্ষেত্রেও সেই একই পরিধি কে কাজে লাগাতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন। মানুষ যাতে সুষ্ঠু অবাধ ভাবে তার নিজের ভোটাধিকার কে প্রয়োগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে প্রথম থেকেই জোর দিচ্ছে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট এই ছয় বিধানসভা ক্ষেত্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতিদিনের রিপোর্ট পাঠানো শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে। এখন দেখার বিষয়, রাজ্যের এই ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনকে নির্বাচন কমিশন কতটা সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

অ্যাপ নির্ভর যানে নতুন নিয়ম লাগু

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাপ নির্ভর বাইক ট্যাক্সির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে সামনে রেখে চালক ও আরোহীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পরিবহন দপ্তর নতুন নিয়মাবলী লাগু করেছে। এ ধরনের দ্বীচক্র যানে যাত্রী বহণ করতে গেলে অতি অবশ্যই পরিবহণ দফতরে বাণিজ্যিক গাড়ি হিসাবে নথিভুক্ত করাতে হবে বলে এক নির্দেশিকা জানানো হয়েছে। বাণিজ্যিক পারমিট এবং ফিটনেস সার্টিফিকেটও বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পরিবহণ দফতরের বৈধ লাইসেন্স ছাড়া কেউ বাইক ট্যাক্সি চালাতে পারবেন না। বাইক চালক এবং আরোহীর মাথায় হেলমেট থাকা বাধ্যতামূলক।

পরিবহন দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কলকাতায় প্রায় ১৫ হাজার বাইক চালক অ্যাপ নির্ভর সংস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক পরিবহণে যুক্ত। এ ছাড়াও আরও ১ লক্ষ ১০ হাজার বাইকচালক বিভিন্ন খাবার সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সবাইকে এই বাণিজ্যিক লাইসেন্স নিতে হবে। বাণিজ্যিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মোটরবাইক চালকদের আলাদা সিরিজের নম্বর দেওয়া হচ্ছে। নম্বর প্লেটের রং হবে হলুদ। ফলে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত মোটরবাইকগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সহজ হবে।

সব মেডিক্যাল কলেজ থেকে সিভিক তুলে নিল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশ সব মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল থেকে সিভিক ভলান্টিয়ার তুলে নিল। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরেই রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে সব জেলা পুলিশ সুপার এবং কমিশনারেটের কমিশনারদের কাছে তাঁদের জেলা এবং কমিশনারেটের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে, স্কুল এবং স্পর্শকাতর জায়গায় কত সিভিক পুলিশ মোতায়েন তা চাওয়া হল।

হনুমান আতঙ্ক

অন্ডাল: বুধবার রাত থেকে অন্ডালের বহুলা এলাকার দীঘির বাগান এলাকায় একটা বীর হনুমান আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ জনকে কামড় দিয়েছে হনুমানটি। স্থানীয় বাসিন্দারা বন বিভাগের খবর দিলে, বনবিভাগের কর্মীরা অন্ডালের বহুলা এলাকায় খাঁচা নিয়ে হনুমানটিকে ধরার চেষ্টা করলে, হনুমানটির দ্বারা বন বিভাগের এক কর্মীও আক্রান্ত হয়। চতুর হনুমানটিকে কোনোক্রমে বাগে না আনতে পরায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে লাঠি সোটা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এলাকায়। অথচ এলাকায় স্থানীয়দের চোখের সামনেই ছাদে ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে হনুমানটি। স্থানীয়রা মনে করছেন হনুমানটি হয়তো মানসিক ভারসাম্যহীন তাই সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করছে। হনুমান দ্বারা আক্রান্ত বন বিভাগের কর্মী শান্তনু মাঝি জানান, হনুমানটিকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

‘স্বচ্ছতা-ই-সেবা’ সচেতনতার বিশেষ প্রচারাভিযানে বার্নপুর সেইল আইএসপির উদ্যোগ

বার্নপুর, ১৭ অক্টোবর: বার্নপুরের সেইল আইএসপি প্ল্যান্ট বা ইস্কো কারখানা ভারত সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ (ডিএআরপিজি) দ্বারা পরিচালিত ক্ষ্মস্বচ্ছতা -ই-সেবাক্ষ্ম-র বিশেষ প্রচারাভিযানে (৪.০) ইতিবাচক উদ্যোগ নিচ্ছে। গত ২ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ প্রচারাভিযান আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাস্তবায়ন এই প্রচারাভিযানের প্রস্তুতি পর্বের আগে, পরিচ্ছন্নতাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং অফিসগুলিতে কাজগুলি হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি কার্যকলাপ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল।

এই প্রচারাভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে ২ অক্টোবর বিভিন্ন বিভাগে চালু হয়েছে। তাতে ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ৪৬৭টি নির্ধারিত ফাইলের মধ্যে ১৩৩ টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে ৬২টি ফাইল বন্ধ করা ও ৫৬টি বাতিল করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি আরো ২৭৩ টি নির্ধারিত ই-ফাইলের মধ্যে ২৩৫ টি মূল্যায়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৫৭টি ই-ফাইলের মধ্যে ১৪৮ টি বাতিল করা হয়েছে। একইসাথে অতিরিক্ত ৯৩৩ কেজি নন-অফিস স্ক্র্যাপ সফলভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর ফলে আরো ভাল ব্যবহারের জন্য ১,১৮১ বর্গফুট জায়গা খালি করা হয়েছে।

এই বিশেষ প্রচারাভিযানে (৪.০) প্ল্যান্ট এবং শপ ফ্লোরে সীমিত জায়গার দক্ষ ব্যবস্থাপনাও করা হচ্ছে।ব্লাস্ট ফার্নেস ও পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে উপকরণ এবং অফিসের স্থানগুলিকে কার্যকরভাবে সংগঠিত করার উপর ফোকাস করা হয়।

বার্নপুর হাসপাতালে আসবাবপত্র এবং ফাইলের পাশাপাশি বাতাসকে বিশুদ্ধ ও সুন্দর করার জন্য ইনডোর প্ল্যান্ট রোপণ করা হয়েছে। রিফ্র্যাক্টরিস এবং এমআরডি বিভাগ এমনকি কর্মক্ষেত্র পরিষ্কারের জন্য শিফট শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে উৎসর্গ করা শুরু করেছে। এই প্রচারাভিযানের আওতায় কাগজের ব্যবহার কমিয়ে ডিজিটাল ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ ও যোগাযোগের দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

পুরানো ফাইলের যথাযথ স্ট্যাকিং এবং নিয়মিত নিষ্পত্তি এবং বর্জ্য কাগজপত্র পরিষ্কারের সাথে যেখানেই সম্ভব ডিজিটালাইজেশন প্রচার করা হচ্ছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে, এই প্রচারাভিযানের আওতায় সবুজ পরিবেশের প্রচারের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ টিআরটিতে একটি পার্কও তৈরি করেছে।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের জের, স্বাস্থ্যসাথীতে রেকর্ড খরচ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্যসাথীতে খরচের রেকর্ড। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন ও কর্ম বিরতির জেরে স্বাস্থ্যসাথীর খাতে একলাফে অনেকটাই খরচ বাড়ল রাজ্যের। নবান্ন সূত্রের খবর, গত ১০ অগাস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে রাজ্যের খরচ হয়েছে প্রায় ৩১৫ কোটি টাকা। যা অন্যান্য সময়ের তুলনায় প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা করে বেশি। ১০ অগাস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যসাথী খাতে খরচ করেছে রাজ্য সরকার।

জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন ও কর্ম বিরতির জেরে স্বাস্থ্যসাথীর খরচ কত হল, তা নিয়ে সমীক্ষা করার পরই এই তথ্য উঠে এসেছে রাজ্যের হাতে। স্বাস্থ্যসাথী খাতে সবথেকে বেশি খরচ হয়েছে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালগুলি থেকেই। ইতিমধ্যেই এই তথ্য নবান্নে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর জমা দিয়েছে বলেই সূত্রের খবর।

হরিদেবপুরে নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হরিদেবপুরে নির্মীয়মান আবাসনের নীচ থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। হরিদেবপুর থানা সূত্রে খবর, মৃতের নাম কালু দে। বছর পঁয়তাল্লিশের কালুকে বৃহস্পতিবার সকালে আবাসনের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাড়ার বাসিন্দারাই হরিদেবপুর থানায় খবর দেন। তাঁকে পুলিশ উদ্ধার করে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতাল নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কালুর পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, স্থানীয় কিছু ছেলেদের সঙ্গে মিশে মাঝেমধ্যেই নেশা করতেন। তাঁদের অভিযোগ, কালু দেকে নির্মীয়মাণ আবাসনের ওপরে খুন করে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের আরও বক্তব্য, দেহটি চিৎ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পেটে এবং মুখে বেশ কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন তাঁরা। হরিদেবপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তাঁর এক বন্ধুকে আটক করেছেন এবং আরেক বন্ধুর খোঁজ চালানো হচ্ছে।

আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিদেবপুর থানা।

ফের মেট্রো রেলে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যাত্রীর। সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে প্রায় এক ঘণ্টা বিঘ্নিত পরিষেবা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটেছে। কলেজ, অফিস থেকে ফেরার সময় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। ওই সময় টালিগঞ্জ থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলেছে। অন্যদিকে, ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চলে। এরপর মেট্রো সূত্রে খবর, সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ কালীঘাট স্টেশনে এক যাত্রী ঝাঁপ দেন। ওই মেট্রোটি কবি সুভাষের দিকে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৪ ৩১ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

ডাক্তারদের দশ দফা দাবির পরিবর্তে ১৩ দফা দাবি কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডাক্তারদের দশ দফা দাবির পাল্টা ১৩ দফা দাবি শাসকদলের সামনে থেকে রাখলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন উঠে গেল এটা রাজ্য সরকারের এক কৌশলী চাল কি না তা নিয়েও। এই তালিকায় রয়েছে চিকিৎসকদের সময়মতো হাসপাতালে আসা, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছ থেকে টাকা না 'খাওয়া'-র মতো একাধিক সব ইস্যু। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সেখান থেকেই এই ১৩ দফা দাবিতে তৃণমূল নেতা যে বক্তব্য রাখেন তাতে বলা হয়েছে, প্রথমত, সব হাসপাতালে ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক। সেই সঙ্গে ডাক্তারদের ডিউটির সময় অনুযায়ী উপস্থিতি এবং রোগী দেখাটাও সুনিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি হাসপাতালের কাজ ফেলে সুবিধামতো ডিউটির বদলে বাকি সময় প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করা চলবে না। তৃতীয়ত, প্রেসক্রিপশানে একই গুণমানের কম দামী ওষুধের বদলে ওষুধ কোম্পানির প্রভাবের জন্য দামী ওষুধ লেখা চলবে না। চতুর্থ, ওষুধ ও বিভিন্ন সরঞ্জাম (পেস মেকারসহ) কোম্পানির স্পনসরশিপে অনুষ্ঠান, দেশ বিদেশে ভ্রমণ চলবে না। কারণ ওঁরা সমাজসেবা করেন না। কমিশন, কাটমানির যে অভিযোগ রয়েছে তা বন্ধ করতে হবে। পঞ্চমত, কথায় কথায় বিভিন্ন পরীক্ষার নামে নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার

থেকে কেউ যেন কমিশন না নেন। ষষ্ঠত, ডাক্তারদের ফি যাতে মানুষের নাগালে থাকে, তার কাঠামো চাই। প্রত্যেককে রশিদ দিতে হবে। আর তা করতে হবে সরকারকেই। সপ্তমত, হয় সরকারি, নইলে বেসরকারি বেছে নিন। দুটো একসঙ্গে কোনও নিয়ম দেখিয়ে চলবে না। অষ্টমত, সাধারণ মানুষের করের টাকার ভর্তুকিতে যাঁরা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়বেন, তাঁদের সরকারি কাজেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। নবমত, স্পেশ্যালিস্ট, সিনিয়রদের ঠিকমত ডিউটি করতে হবে। লবি করে কলকাতা পোস্টিং বা জেলায় গেলেও কৌশলী রোস্টারে তিন থেকে চার দিন কলকাতায় এসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস চলবে না। জেলার হাসপাতালকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

দশমত হল, শূন্যপদ পূরণ হোক। পরিকাঠামো বাড়ুক। কিন্তু নিজেদের কর্মক্ষেত্রকে রোগীবন্ধু রাখার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি ডাক্তারদেরও নিতে হবে। কারণ সরকারি কাঠামোতে দুর্বলতা দেখিয়ে রোগীকে বেসরকারিতে যেতে বাধ্য করা টেনে দেওয়ার অভিযোগ আছে, বন্ধ করতে হবে এসব। একাদশ হল, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তিতে বিপুল টাকা, পড়তে টাকা, সেমিস্টারে ফেল করিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে পাশ-এইসব অভিযোগবন্ধনীতে কিছু ডাক্তারও আছেন। এসবে স্বচ্ছতা ও তদন্ত দরকার।

দ্বাদশত, বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কিছু কোটা দীর্ঘকাল আছে। বুদ্ধবাবু-জ্যোতিবাবু জমানায় এটা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কোটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধ করেছেন। কিন্তু হাসপাতালের কোটাগুলি নিয়ে বহু অনিয়মের অভিযোগ, বহু ডাক্তার জানেন, সেগুলি বন্ধ হোক বা স্বচ্ছতা আনা হোক। তেরোতম, চিকিৎসার গাফিলতিতে নির্দিষ্ট এফআইআর বাধ্যতামূলক হোক।

কুণাল আরও বলেন, 'যাঁরা শুধু সুরক্ষা-সুরক্ষা করে আন্দোলন করছেন, রোগীদের সুরক্ষা, মানুষের সুরক্ষাও প্রয়োজন। কয়েকজন বর্ষীয়াণ ডাক্তার নমস্য। কিন্তু অনেকেই আছেন যাঁরা সরকারি হাসপাতালে মানুষদের বঞ্চিত করে প্রাইভেট হাসপাতালে ডিউটি করেন। তাঁদেরও ভেবে দেখতে বলব।'

আরজি করে ডিউটি থেকে ক্লোজ করা হল সব সিভিক ভলান্টিয়রদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৯ জন সিভিক আরজি কর হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলেন। তাঁদের আর ডিউটি দেওয়া হচ্ছে না। এবার আরজি কর হাসপাতালের ডিউটি থেকে ক্লোজ করা হল সব সিভিক ভলান্টিয়রদের। আরজি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে যখন দ্বিতীয় শুনানি হয়, তখনই সিভিক ভলান্টিয়রদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সূত্রের খবর, তারপরই লালবাজারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্ত কাজে যেখানে সিভিক ভলান্টিয়রদের ব্যবহার করা হত তা আর করা হবে না। এরপরই এই ২৯ জন সিভিক ভলান্টিয়রকেই ক্লোজ করা হয়। তাঁদের আর কোনও রকম ডিউটিই দেওয়া হচ্ছে না বলে লালবাজার সূত্রে খবর। বদলে ২৯ জন কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়েছে। যার মধ্যে মহিলা কনস্টেবলও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী এক চিকিৎসক বলেন, 'এই দাবি আমাদের প্রথম থেকেই ছিল। যিনি অভিযুক্ত, তিনি তো সিভিক ভলান্টিয়র। এটা একটা বড়

নিরাপত্তার প্রশ্ন। তাই নিরাপত্তার দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়রদের রাখা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পরও আমরা এসএসকেএম-সহ একাধিক সরকারি হাসপাতালে সিভিক ভলান্টিয়রদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। প্রশ্ন করতে তাঁরা উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের কাছে লালবাজারের তরফে কোনও নির্দেশ নেই। অনেক দেরিতে ঘুম ভেঙেছে লালবাজারের।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার আরজি কর মামলার শুনানিতে রাজ্যকে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের প্রশ্ন করেন, 'কে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ করেন? কোন আইন বলে তাঁদের নিয়োগ করা হয়?' পরবর্তী শুনানিতে এমনই ছ'দফা প্রশ্নের উত্তর হলফনামা আকারে জানাতে হবে রাজ্যকে। সেই সঙ্গে স্কুল এবং হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নিরাপত্তার দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে নিষেধাজ্ঞাও জারি করে সুপ্রিম কোর্ট।

সারদা মামলায় চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরীকে জেরার দাবি কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুণাল ঘোষের নিশানায় এবার কলকাতার এক প্রবীণ চিকিৎসক। সারদা মামলায় চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরীকে জেরা করবার দাবি তুললেন কুণাল ঘোষ। তাঁর আবেদন, বাম জামানায় প্রভাবশালী এই ডাক্তার ও তার সংস্থা লিভার ফাউন্ডেশনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন তদন্ত করে দেখা হোক। এমনই অভিযোগ জানিয়ে লিভার ফাউন্ডেশনের চিকিৎসককে তদন্তের আওতায় আনার দাবি তুলে সিবিআইকে চিঠি দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে সিবিআই দপ্তরে গিয়ে সেই চিঠি দিয়ে আসেন তিনি।

সারদা মামলার শুরু থেকেই তদন্তে সহযোগিতা করছেন কুণাল। নতুন তথ্য পেলে তা তদন্তকারীদের জানিয়েছেন। সেরকমই এবার ডা. অভিজিৎ চৌধুরীকে নিয়ে একাধিক চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন তিনি। সিবিআইকে দেওয়া চিঠিতে কুণাল কয়েকটি বিষয় নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন তার মধ্যে অন্যতম, ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী-সুদীপ্ত সেনের পরিচয় ছিল কি না। বাম ঘনিষ্ঠ ডা. অভিজিৎ সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য কমিটির এক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে সুদীপ্ত সেনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন? ডা. অভিজিৎ চৌধুরীর মাধ্যমে সুদীপ্ত সেন সিপিএমকে টাকা দিয়েছেন কি না বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বামেদের মুখপত্রে কোনও টাকা দিয়েছেন কি না। ডা. অভিজিৎ চৌধুরীর লিভার ফাউন্ডেশনে সারদাকর্তা টাকা দিয়েছিলেন কি না। উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে সুদীপ্ত সেন এবং অভিজিৎ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আর্জি জানিয়েছেন কুণাল। এমনকি প্রয়োজনে দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবি করেছেন তিনি। সিবিআই দরকার মনে করলে তাঁকেও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন বলে জানান কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, 'সিবিআইয়ের আর সি ৪/১৪ মামলাটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মামলা। আমি প্রথম দিন থেকে তদন্তে সহযোগিতা করে এসেছি। নতুন তথ্য পেলে তা তদন্তকারীদের জানিয়েছি। এবারও তাই করলাম।' পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান, রাজ্যের অন্যতম সিনিয়র চিকিৎসক সম্পর্কে এই তথ্যগুলি সামনে আসছে। এগুলি সঠিক কি না, তা তদন্ত করে দেখুক সিবিআই।

উল্লেখ্য, লিভার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত ডা. অভিজিৎ চৌধুরী কোভিড আবহে রাজ্যের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের 'দ্রোহ' উৎসবের শামিল হয়েছিলেন। জুনিয়র ডাক্তারদের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশও নিয়েছিলেন। মিটিং-মিছিলে হেঁটেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন। এবার সেই চিকিৎসকের সঙ্গে সারদাকর্তার যোগসাজশ নিয়ে সরব হতে দেখা গেল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। তবে কী রাজ্য সরকারের নয়া কৌশল, জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলকে দমাতে পাল্টা রাজ্যের চিকিৎসকদের অস্বচ্ছ দিকটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা?

সংসারে আর্থিক অনটন, হাইকোর্টের দ্বারস্থ সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্কের ফিক্স ডিপোজিট ভাঙাতে হাইকোর্টে আবেদন জানালেন আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। কারণ, আর্থিক অনটনে পড়েছে তাঁর পরিবার। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আবেদনে সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন, পারিবারিক খরচ-সহ একাধিক খরচ সামাল দিতে ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙতে হবে। বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক মামলাটি শুনতে পারেন।

প্রসঙ্গত, আরজি করে চিকিৎসক তরুণী ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের হাত ধরেই হাসপাতালের একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে চলে আসে। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। হাসপাতালের বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে দেহ পাচার, একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে আবার প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে সন্দীপ ঘোষকে জেরা করে ইডি। তদন্তে নেমে সন্দীপ ঘোষের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ পান তদন্তকারীরা। ক্যানিং-২ ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সন্দীপ ঘোষের একটি বাংলো বাড়ির হদিশ মেলে। এরপর নিউটাউন সংলগ্ন হাতিয়াড়ার নোয়াপাড়ায় সন্দীপ ঘোষের একটি তিনতলা বাড়ির খোঁজ মেলে। বেলেঘাটায় আরও দুটি ফ্ল্যাটের সন্ধানও পান গোয়েন্দারা। প্রথমে আরজি করের মূল মামলায় গ্রেফতার না হলেও, আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয় সন্দীপ ঘোষকে। পরে অবশ্য আরজি করের মূল মামলাতেও গ্রেফতার করা হয় সন্দীপ ঘোষকে।

সুপ্রিমে পিছিয়ে গেল পার্থর জামিনের আবেদনের শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি। কারণ, বৃহস্পতিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলায় ইডির কাছে হলফনামা চায় সুপ্রিম কোর্ট। তাতে শীর্ষ আদালতের কাছে সময় চাইল ইডি। আদালত সূত্রে খবর, এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি সিটি রবি কুমার এবং বিচারপতি উজ্জল ভুয়ানের বেঞ্চ কেন্দ্রীয় ওই তদন্তকারী সংস্থার কাছে হলফনামা চায়। জবাবে হলফনামা দেওয়ার জন্য সময় চায় ইডি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। ওই মামলায় জামিন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ইডির

আইনজীবী এসভি রাজু সওয়াল করেন, জামিনের বিরোধিতা করে তিনি বক্তব্য জানাতে চান। এটি একটি বড় দুর্নীতির মামলা। এরপরেই আদালত ইডির কাছে হলফনামা চায় সুপ্রিম কোর্ট।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালে ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। পার্থের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত অর্পিতার টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি। টালিগঞ্জের 'ডায়মন্ড সিটি' আবাসনে অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে নগদ ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, বেলঘরিয়ার 'ক্লাব টাউন হাইটস' আবাসনে অর্পিতার নামে থাকা দু'টি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে মোট ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে ইডি। পার্থ-অর্পিতার ফ্ল্যাটে দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের। হাইকোর্টে অনেক জলঘোলার পর জামিন চেয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। । সব পক্ষকে নোটিস ইস্যু করে শীর্ষ আদালত।

জন সাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ দফা দাবির সমর্থনে এবার গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচিতে নামলেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারেরা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার পরে ধর্মতলার অনশনমঞ্চ থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। যেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের ১০দফা দাবির বিষয়ে নিজেদের মতামত জানিয়ে স্বাক্ষর করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। এদিকে সূত্রে খবর, শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট, উল্টোডাঙায় এই কর্মসূচি করা হবে। এরজন্য ধর্মতলা থেকে তিনটি গাড়িতে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছান। এছাড়া নির্যাতিতার বাড়ি সোদপুর থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত একটি গাড়ি আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনমত তৈরির লক্ষ্যে ট্যুইটার স্টর্ম কর্মসূচি নিয়েছেন

আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা।

বুধবারই ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে বৈঠকে বসেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। মধ্যরাতের সেই বৈঠকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। নিজেদের দাবির বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, ধর্মতলার চার প্রান্তের চারটি জায়গায় ১০ দফা দাবির বিষয়ে নিজেদের মতামত জানিয়ে স্বাক্ষর করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। প্রাথমিক ভাবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করতে চাইছেন আন্দোলনকারীরা।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন অনিকেত, আন্দোলনে আরও জোর বাড়ানোর ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৬ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতো। তবে আপাতত একাধিক নিয়ম মেনে চলতে হবে তাঁকে। অনিকেত মাহাতোর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ডাঃ সোমা মুখোপাধ্যায় জানান, 'অনিকেত বৃহস্পতিবার ভর্তি হন। ফাস্টিং ও জলের ঘাটতি জন্য অসুস্থ হয়েছিলেন। বিশ্বজিৎ মজুমদার কার্ডিওলজি হেড-সহ এই বোর্ডের বাকি সদস্যরা খতিয়ে দেখেন অনিকেতে র অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। আমরা সিসিইউ-তে রাখি। আবার দ্বিতীয়বার বোর্ড গঠন করি। বিপি (রক্তচাপ) ও অক্সিজেন সব ঠিক আছে।' তবে নির্দিষ্ট সময় পর অনিকেতের প্রেসার মাপতে হবে। খেতে হবে জল। অর্থাৎ আপাতত তিনি এখন আর অনশনে শামিল হতে পারবেন না, তা মোটের উপর স্পষ্ট।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠকে বসেন অনিকেতের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা মেডিক্যাল টিম। এর পরই জানানো হয়, এদিনই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে অনিকেতকে। তবে আপাতত ৭ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে তাঁকে। প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। প্রেসার মাপতে হবে, খেতে হবে তেল-মশলাবিহীন খাবার। বৃহস্পতিবার ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে তিনটে নাগাদ হুইল চেয়ারে আর জি কর হাসপাতাল থেকে বেরন অনিকেত। সঙ্গে ছিলেন কিঞ্জল নন্দ। এরপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই আন্দোলন নিয়ে মুখ খুললেন আন্দোলনকারী চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। তিনি জানান, 'আন্দোলনে যাঁরা সহযোদ্ধারা আছেন ১০ দফা দাবি নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করা দরকার। এই আন্দোলন তবেই সফল হবে।

আসন্ন ৬ বিধানসভা উপনির্বাচনে বুথ ভিত্তিক টার্গেট স্থির তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনে বুথ ভিত্তিক টার্গেট স্থির করল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতি বুথে ৫১ শতাংশ ভোট পেতেই হবে, এই লক্ষ্যে ঝাঁপাচ্ছে শাসক দল। গত লোকসভা নির্বাচনে বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের থেকে রিপোর্ট আগেই নিয়েছে শাসক দল। সেই রিপোর্ট অনুসারেই কৌশল ঠিক করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

মাদারিহাটে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই বিধানসভার ভোটে ফ্যাক্টর চা-বাগান। তাই বাগানে শ্রমিক মহল্লায় প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছে। মাদারিহাটে মনোজ টিগ্গা পরিচিত নেতা। বিজেপির সাংগঠনিক দক্ষতাও এই জেলায় ভাল। তাই সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত এমন নেতাদের ভোটের কাছে এই কেন্দ্রে বেশি করে ব্যবহার করবে শাসক দল।

প্রসঙ্গত, সিতাইয়ে ভাল ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা এই অঞ্চলে জগদীশ বসুনিয়া পরিচিত। সাংসদ নির্বাচিত হয়ে

গেলেও এলাকায় তিনিই গুরুত্বপূর্ণ মুখ। ফলে ভোটের কৌশলে তিনি-ই মুখ্য ভূমিকা নিতে চলেছেন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, লোকসভা ভোটের পরে কোচবিহার জেলাতেই সবচেয়ে বেশি বিজেপি শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

মেদিনীপুরে পুর এলাকায় নিজেদের ভোট বাড়াতে চায় শাসক দল। তাই বুথ পিছু পুর উন্নয়নের ফিরিস্তি নিয়ে প্রচারে যাবে শাসক দল। গ্রামীণ এলাকার বুথেও লদীর ভাণ্ডারের প্রচার করবে তারা। একই পদ্ধতি তালড্যাংরার বুথেও নিচ্ছে শাসক দল। সাংসদ তথা জেলা সভাপতি অরুপ চক্রবর্তী বিশেষ দায়িত্বে আছেন। পাশাপাশি বুথ স্তরে প্রতিদিন দু'বেলা করে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। আরজি কর আবহে শহর থেকে কাছের ভোট নৈহাটিতে। এই ভোটে পুর এলাকার ভোট ফ্যাক্টর। তবে এখানেও বুথ ভিত্তিক সংগঠন ২০২৪ লোকসভা ভোটে সাফল্য দিয়েছিল শাসক দলকে। সেই বুথে বুথেই প্রচারে যাচ্ছে তারা। অশান্তি বন্ধ আর পরিষেবা যথাযথ হাতিয়ার এই দুটো ইস্যু। হাড়োয়াতেও বুথ ধরে ধরে প্রচারে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপনির্বাচন হতে চলা বিধানসভাগুলির যে সব বুথে লোকসভা নির্বাচনে ভোট কম পেয়েছে শাসক দল সেখানেই বেশি করে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সম্পন্ন হল নৈহাটির বড়মার কাঠামো পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটির শ্যামাপুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ রোডের বড়মা কালী। এ'বছর বড়মার পুজো একশো এক বছরে পদার্পণ করেছে। দেশ ছাড়িয়ে এখন বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে বড়মার সুখ্যাতি। নৈহাটি স্টেশনে নেমে অরবিন্দ রোড ধরে ফেরি ঘাটের দিকে যেতেই চোখে পড়বে বড়মার মন্দির। নৈহাটির বড়মার মূর্তির উচ্চতা ২১ ফুট। নৈহাটির অন্যান্য কালী প্রতিমার চেয়ে এই মূর্তির উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় জনমানসে বড়মা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ভক্তদের বিশ্বাস, শক্তিদেবী এখানে অত্যন্ত জাগ্রত। প্রতিমার বিশেষত্ব হল ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। চিরাচরিত রীতি মেনেই বৃহস্পতিবার কোজাগরী লদী পুজোর দিন বড়কালীর কাঠামো পুজো করা হল। তারপর সেই কাঠামোর ওপর মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হবে। সেই প্রতিমায় হবে কালীপুজো। বড়মার মূল মন্ত্র, 'ধর্ম হোক যার যার, বড়মা সবার।' বড়মা পুজোর ইতিহাস বলছে, অরবিন্দ রোডের ধর্মশালা মোড়ে আগে রক্ষাকালী পুজো হত। পুজো শেষে গভীর রাতে গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সেই পুজো বন্ধে হয়ে যায়। নদীয়া জুটমিলের কর্মী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ভবেশ চক্রবর্তী একদা বন্ধুদের সঙ্গে নদীয়ার শান্তিপুরে রাস উৎসবে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বড় কালীর বিগ্রহ দেখেন। তারপর অরবিন্দ রোডে তিনি বড় কালী পুজোর প্রচলন করেন। প্রতি বছর প্রাচীন রীতি মেনেই লদী পুজোর দিন কাঠামো পুজো করা হয়। নৈহাটি বড় কালী পূজা সমিতির ট্রাস্টের সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, এবারে বড়মার পুজো একশো এক বছরে পদার্পণ করলো। কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়েই আজ থেকে বড়মার পুজো শুরু হয়ে গেল। তাপস বাবুর দাবি, আগে এই পুজো ভবেশ কালী নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে বড় কালী। এখন পৃথিবীর মানুষের কাছে বড়মা হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে।

সম্পাদকীয়

বহু ডাককর্মী তাদের সুপরিষেবা দিয়ে স্মৃতিগুলো এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন

সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও পিয়নদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের গড়ে উঠেছিল আত্মিক সম্পর্ক। দুর্গম জায়গায় এই ডাক পিয়নরাই মানুষের কাছে হয়ে উঠলেন বাইরের জগতের জানলা। শুধু বিলি নয়, চিঠি পড়ে বুঝিয়ে বা লিখে দেওয়ার কাজও তাঁদের করতে হত। তাঁদের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করা যেত যে কোনও পারিবারিক সমস্যা। তাই নিয়মিত না এলেই তাঁর বিরুদ্ধে জমা পড়ত অভিযোগ। লক্ষণীয়, মনের মিল, বড় মানসিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সরল বিশ্বাসই প্রকৃত অর্থে জন্ম দেয় এই অমলিন মধুর সম্পর্কের। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাকব্যবস্থায় এল নব জোয়ার। যে ডাকব্যবস্থায় পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, খাম, এয়ার মেল ব্যবস্থার রমরমা ছিল বছর জুড়ে, কিংবা বিজয়া দশমীতে গুরুজনদের প্রণাম-আশীর্বাদ বা নিকট বন্ধুবান্ধবদের শুভেচ্ছা জানানোর প্রথা ছিল এই সে দিনও। রাতারাতি সেই স্থান পাকাপাকি ভাবে দখল করে বসল আধুনিক ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম জানতেই পারল না অতীতের সেই বিজয়া দশমীতে চিঠি লেখার আনন্দ-আবেগঘন মুহূর্তের দিনগুলোর অধ্যায়। আগেই উল্লেখ করেছি, প্রতিনিয়ত জীবনের শঙ্কা নিয়েই ডাক হরকরাদের মানি অর্ডারের টাকা মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার দায় ছিল। তার পর সেই ঝুঁকি কমিয়ে পরবর্তী কালে তা রূপান্তরিত হল মানি অর্ডারে। অবশ্য দিন বদলেছে। শুরু হল আউটসোর্সিং বা কর্মী সঙ্কোচন। তাই এখন সেই মানি অর্ডারেরও জায়গা নিয়ে নিয়েছে ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই), নেফ্‌ট, যার মাধ্যমে নিমেষেই প্রয়োজনীয় টাকা দেশের যে কোনও প্রান্তে পাঠানো সম্ভব। তবুও আজও বহু পোস্ট মাস্টার ও ডাক পিয়নদের দেখি যাঁরা কর্তব্যপরায়ণ, সততা, সু-ব্যবহার ও আন্তরিকতা নিয়ে নিয়মিত পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। ডাকের পুরনো স্মৃতিগুলো তাঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

শব্দবাণ-৭৪

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২.উপলক্ষ্য করা হয়েছে এমন ৩. জড়িয়ে শোবার জন্য শয্যার এক ধারে যে বালিশ থাকে ৬. অশ্রুবর্ষণ ৭. শত্রু-মিত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ডুবোজাহাজ ২. সৃষ্টি,নির্মাণ ৪. প্রচলিত দর ৫. মুসলমানদের বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদির জন্য নির্দিষ্ট দিন।

সমাধান: শব্দবাণ-৭৩

পাশাপাশি: ১. পেচক ২. আয়োগ ৫. অনাদি ৮. হতোস্মি ৯. গরিব।

উপর-নীচ: ১. পেজোমি ৩. গণনা ৪. সুনাম ৬.একাহ ৭. মকুব।

জন্মদিন

আজকের দিন

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন ডি তিওয়ারির জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট অভিনেতা ওম পুরীর জন্মদিন।*

তিলোত্তমার প্রতিবাদ কতটা মিডিয়ার অভিঘাত?

কাজি মাসুম আখতার

জানি, তুলনীয় নয়-তবে লক্ষ্যনীয়। মাঝে বিভিন্ন স্তরের সাধারন মানুষ বা কিছু রাজা,সম্রাটরা থাকলেও সিপাহী বিদ্রোহ কিন্তু শুরু করেছিল মূলত ভারতীয় সিপাহীরাই। শেষে ব্যর্থতাও সূচিত হয়েছিল তাদের হাতেই। জানি, তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে এই ব্যতিক্রমী আন্দোলনের মাঝে বিভিন্ন স্তরের সাধারন মানুষ ও বিশিষ্টজন আন্দোলনকে উত্তাল করলেও আন্দোলনের সূচনা কিন্তু ওই জুনিয়র ডাক্তারদের হাত ধরেই। আন্দোলনের রাশও ওই জুনিয়র ডাক্তারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আশা করি শেষটাও হবে তাদেরই হাত ধরে। তাই তাদের লড়াইয়ের সাফল্যের ভূত-ভবিষ্যত নির্ণয়ে একটু কাঁটাছেড়ার অবকাশ আছে বৈ-কি! তাই হয়তো এই বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার পর সম্ভবত এই প্রথম এত সাড়া জাগিয়ে এত বিপুল সংখ্যায় গৃহবধূ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে শুরু করে সকল স্তরের সকল বয়সের সকল পেশার সাধারন মানুষদের (তবে মূলত শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত) এভাবে রাস্তায় নেমে আন্দোলিত হতে দেখলাম। দেখলাম হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিবেকের ধ্বনি তোলা সুশীল সমাজকে। দেখলাম সেলিব্রেটিদের মিডিয়ার সামনে গণহারে পোজ দিতে।

তবে অভিনবত্ব যে, জনগণের এই প্রতিবাদ আন্দোলন স্বস্তিকা, শ্রীলেখাদের মতো সেলিব্রিটিকে গ্রহণ করলেও ঋতুপর্ণা, অর্পনাদের করেছে বর্জন। বর্জনের তালিকাতে থেকেছে রাজনৈতিক নেতারাও। তাদের অনেককেই শুনতে হয়েছে 'গো ব্যাক' স্লোগান ! এমন কী, সদ্য বিজেপির সাংসদ হওয়া প্রাক্তন জনপ্রিয় বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলীকেও শুনতে হল 'গো ব্যাক' ধ্বনি। লক্ষ্য উদ্দেশ্য যাই থাক, রাজ্যের সকল বিরোধী দলকে এমন কী, অভিযুক্ত শাসক দলের মানুষদেরও রাত জেগে, রাত বা দিন দখলে রাস্তায় নামতে দেখা গেল। আন্দোলনকে সফল করতে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের হিড়িক এতটাই উপচে পড়েছে যে এমন কী, রিকশাওয়ালারাও তাদের সারাদিনের কষ্টার্জিত আয়ের অর্থ তুলে দিয়েছে আন্দোলনকারী নেতাদের হাতে।

অভিনবত্ব এখানেও যে, তিলোত্তমার প্রতি চরম অন্যায়ের প্রতিবাদে বাংলাকে উত্তাল করে আছড়ে পড়েছে নতুন করে আজাদির স্লোগান। স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্লোগান। সেই স্লোগান শুনতে এমনতর যে, কোনও বিদেশী ভুল করে ভেবে ফেলতেই পারেন — ভারতবর্ষ তাহলে আজও কি ইংরেজদের গোলাম হয়েই আছে! জানি, 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' — এই স্লোগান চরম বামপন্থীদের একটি অংশের কাছে স্বাধীনতার এত দিন পরেও আজও আদর্শ! গরীবের 'ভুখা পেট' তাদের এহেন আদর্শের মূল ভিত্তি! কিন্তু একটি তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের সঙ্গে এই আদর্শকে গুলিয়ে দিয়ে ওনারা নতুন কোন আদর্শের জন্ম দিতে চাইলেন?

আবার 'দাবি এক, দফা এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' — বাংলাদেশ থেকে হাসিনাকে বিতাড়নে টাটকা এই জনপ্রিয় শ্লোগানটি (ওখানে মুখ্যমন্ত্রীর জায়গার প্রধানমন্ত্রী) এপার বাংলায় ধ্বনিত করার নেতৃত্ব দিল মূলত কেন্দ্রের শাসক দলের অনুগামীরা। তাদের বক্তব্য তিলোত্তমার বিচার যদি চাও, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগে শীলমোহর লাগাও। কিন্তু কিভাবে? দিনের পর দিন ধর্ণা আর মিছিল, মিটিং করে আর নেতা, অনুগামীকে রাস্তায় আর লালবাজারে ভরে! ওনাদের কেউ কেউ মনে হয় একটি ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ ভেবে দিবাস্বপ্ন দেখেছেন! অথবা বুঝে গিয়েছেন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যে সাড়ে সর্বনাশ হওয়া সংগঠন নিয়ে লাভের লাভ কিচ্ছুটি হওয়ার নয়। যা করার তালেগোলে এভাবেই করতে হবে। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

এ কথা সত্য যে রাজ্যে অরাজকতার প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে শাসক দল তথা মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করেই বেকায়দায় পড়তে পারে। কিন্তু ভোট গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে কেন্দ্রের মাথারা যে তা চায় না! তাহলে? এ সব কিছুই কি তাহলে প্রদর্শনপ্রিয়তা আর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা? প্রশ্ন, শাসক দলের বহুচর্চিত একমাত্র মুখ মাননীয়া পদত্যাগ করলে কে এই পদে বসবেন? নিশ্চয়ই শুভেন্দু নয় — বহু চর্চিত ভাইপো অভিষেককেই সেক্ষেত্রে মূল দাবিদার হওয়ার কথা। রাজ্যের এক নম্বর দুর্নীতিবাজ, ফেরেপবাজ হিসাবে যাকে শুভেন্দুবাবুরা দিন রাত দেগে দিতে গিয়ে ঈশ্বর ভজনায় সময়েও হয়তো কাটছাট করছেন! — সেই অভিষেক ক্ষমতার রাজপাট পেলে এই বঙ্গে কি সকল দুর্বৃত্তরা রণে ভঙ্গ দেবে? সন্দীপ ঘোষ-মুক্ত পরিশুদ্ধ এই বঙ্গে কি তিলোত্তমারা স্বস্তির শ্বাস পাবে? সুবিচার সুনিশ্চিত হবে? নাকি অভিষেককে ক্ষমতায় আনলে তাদের রাজনৈতিক লাভ? তুলনামূলক অনেক দুর্বল অভিষেককে রাজনৈতিকভাবে বগলদাবা অনেক সহজ — হে কারণে কি? নাকি অভিষেক লবিকে বার্তা দিয়ে শাসক দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁধানোই পাখির চোখ? এই সব কি তিলোত্তমার ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য?

অথবা বহুচর্চিত ঐ সম্মানীয় প্রধান শিক্ষিকা! যিনি বললেন এবং মিডিয়া ও জনগণের একাংশকে মাতালেন এই বলে যে — 'রাষ্ট্র যদি বিকল হয়ে পড়ে, তাহলে আঠারোর নিচের পড়ুয়াদের রাস্তায় নামাবে হবে!' উনি নামালেন এবং মিডিয়া ও হুজুগে জনগণের কাছে প্রতিবাদী মুখ হলেন। সেলিব্রিটি হলেন। ভালো কথা! কিন্তু প্রশ্ন — রাষ্ট্র কি কেবলমাত্র এই তিলোত্তমার ঘটনাতেই ভেঙে পড়ল? তার আগে পড়ে নি বা পরে পড়বে না? তাই কি শুধু এই ঘটনাতেই তারা রাস্তায়? প্রশ্ন — রাষ্ট্র যদি সত্যিই এই ঘটনায় ভেঙে পড়ে, তাহলে তো দেশে বা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা উচিত? নইলে ওনাকে বা ওনাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত — নাবালিকা পড়ুয়াদের কাছে রাষ্ট্র বিকল হয়ে গেছে, তাই তাদের এখন রাস্তায় নামানো যায়! — এই যুক্তি দাঁড় করিয়ে ওই কুসুমমতি শিশু পড়ুয়াদের মনে আসলে কি রাষ্ট্রকে অশ্রদ্ধা করার মন্ত্র প্রোথিত করা হল না? শুধু এগিয়ে থাকা টিভি চ্যানেলে নয়, সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখেছি এই মন্তব্যে প্রতি অনেক মানুষের তুমুল সমর্থন! তাহলে আমারই কি ভাবনার ভুল? জানি না! সারা জীবন ধরে স্রোতের প্রতিকূলে চলার মানসিকতার জন্যেই কি আমার এই বিরুদ্ধ ভাবনা?

আবার মেদিনীপুরের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক একাদশ শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে সম্প্রতি তিলোত্তমার খুনকে 'প্রাতিষ্ঠানিক খুন' বলে আখ্যা দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলছেন, তার এই প্রচেষ্টা তিলোত্তমাকে নিয়ে সাম্প্রতিক এই মহা প্রতিবাদের মহা আবেগের আবহতে নিজেকে ঐ প্রধান শিক্ষিকার মতো মিডিয়া বা নেট জগতে জনপ্রিয় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টামাত্র! উনি বুঝে গেছেন, এই মুহূর্তে সরকার ঐ প্রধান শিক্ষিকার মতো তারও টিকি স্পর্শ করতে পারবে না। আর যদিও করে, এই মুহূর্তে আজাদির ডাক দেওয়া জনগণ ও কিছু এগিয়ে থাকা মিডিয়া তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তারা আরও জনপ্রিয়তা পাবে! তখন সরকারও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হবে। যেমন দীর্ঘ কর্মবিরতি করে প্রান্তিক অসহায় হাজার হাজার রোগীদের যতই সাড়ে সর্বনাশ করুক না কেন, মিডিয়াতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এত বীরের ঝলকানি তারা পেয়েছেন যে বাংলার শিশুদের মধ্যে এই মুহূর্তে প্রশ্ন জাগতেই পারে, কারা বেশি সেলিব্রিটি? শচীন, সৌরভরা না অনিকেতরা? তাহলে এত দিন ধরে অখ্যাত থাকা শিক্ষক বা অন্যরা এই সুযোগ ছাড়বে কেন? রাজনীতিকদের মতো ওনারাও যথেষ্ট বুদ্ধিমান! তাই স্বাভাবিক কারণেই ওরা ঝোঁপ বুঝে কোপ মেরেছেন! বাস্তবে পূর্বের মতো এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়েও স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই একই কাজ করে চলেছেন আরও অজস্র সুশীলের দল! যা টিভি চ্যানেলগুলোতে আমরা হামেশাই দেখতে পাই। চ্যানেল বা সংবাদপত্রের পলিসি যেটা চায়, ওনারা জনগনকে সেটাই খাওয়ান আর বিনিময়ে জনপ্রিয় হওয়ার ডাক পান।

যেমনটি এর আগে কিছু স্বঘোষিত সুশীল সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে বা কামদুনিতে করেছিলেন। তারা যে কত স্বার্থান্বেষী, ভন্ড অথবা সাধাসিধে, নির্বোধ ছিলেন, আজ আমরা মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করছি। সেই সেলিব্রেটিদের অনেকে আবার এতটাই উদার যে তারা এখন স্বীকার করছেন, নিজেদের অদূরদর্শিতারহেতু এই সরকারকে ক্ষমতায় আনতে জনগণকে তখন তারা বিভ্রান্ত করেছিলেন। তাহলে কি তাদের উচিত নয় জনগণ ক্ষমা না করা পর্যন্ত হাত জোড় করে নিজেদের আত্মশুদ্ধি করে যাওয়া? প্রশ্ন জাগে, দূরদৃষ্টির এত অভাব নিয়ে ওনারা সমাজে কিভাবে বুদ্ধিজীবী বনে যান? পচন কিন্তু এখানেও।

বর্তমানে ঐ তুমুল জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষিকা আবার মিডিয়া মাতিয়ে বলেছেন যে, এ বছর দুর্গা পুজোর উৎসব সেলিব্রেশনে তারা এবং তাদের পড়ুয়ারা থাকবে না! তিলোত্তমার জন্য প্রতিবাদই নাকি তাদের উৎসব, সেলিব্রেশন! জুনিয়র ডাক্তারদের মতো অনেকেই মনে হয় সেই পথেরই পথিক হয়েছেন! তাই হয়তো তারা রাস্তায়, মঞ্চে, মিছিলে ঢাক ঢোল কাঁসা বাজিয়ে, নেচে কুঁদে, হেসে খেলে, মিউজিকের তালে তালে 'আস্তে করে চেটে যাও', 'পুলিশ কাকুর গালে গালে ,জুতো মারো তালে তালে' ইত্যাদি গান গেয়ে চলেছেন! মনে বড় প্রশ্ন জাগে, কারও বাড়ির একান্ত আপনজন অপঘাতে মারা গেলে, তাদের সন্তান বা আপন ভাইবোনরা সভা ডেকে দিনের পর দিন এমন নাচ গান, ঢোল কাঁসি, হাসি ঠাট্টায় কি এভাবে মশগুল হতে পারে? প্রশ্ন জাগে, এ বছর দুর্গোৎসব সেলিব্রেশন বয়কটের ডাকে ঐ প্রধান শিক্ষিকাসহ সকল আন্দোলনকারীদের পরিবার বা পড়ুয়ারা সত্যিই কি কোনও আনন্দ উৎসব করবে না? দুঃখে কাপড় চোপড়ও কেনে নি? তাহলে শহরের শপিং মলগুলিতে বা দোকানপাটগুলিতে এতদিন এত ক্রেতার উপচে পড়া ভীড় কীসের লক্ষণ ছিল? তাহলে ক্রেতাদের সবাই কি সন্দীপ ঘোষ বা শাসক দলের লোক? বিষয়টি নিয়ে পুজোর সময় মিডিয়ায় মাথারা কি একটু সুলুক সন্ধান করতে পারতেন না? হয়ে যাক না 'টক শো'! জানি, ওখানে মুখ দেখাতেই যে অনেকের যত হম্বিতম্বি!

ভুললে চলবে না, শুধু আজকের এই প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তাররা নন, বর্তমানে বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ তথাকথিত অরাজনৈতিক শহুরে শিক্ষিত প্রতিবাদীরা এই কিছুদিন আগেও যেমন সন্দেশখালির দুর্বৃত্তায়ন বা নারী লাঞ্ছনার ইস্যুতে প্রায় নীরব ছিলেন। ঠিক তেমনি মিডিয়া ও রাজনীতি তোলপাড় করা,নজির সৃষ্টিকারী নারীশক্তির উত্থান ঘটানো সন্দেশখালির হতদরিদ্র প্রান্তিক মহিলারা তিলোত্তমা ইস্যুতে প্রায় নীরব থেকেছেন! প্রধানমন্ত্রী যাকে সদ্য 'শক্তিস্বরূপা'বলে নেত্রী করেছেন, সেই সাধাসিধে রেখা পাত্র অবশ্য বলছেন, তারাও আন্দোলনে আছেন, কিন্তু মিডিয়া এখন আর দেখাচ্ছে না! তাই নাকি তারা আজ অন্ধকারে! অনিকেতরাও মনে হয় এটি বোঝেন, তাই হয়তো সর্বদা মিডিয়া খোঁজেন! মিডিয়ার দেখা যদি না পাই, আন্দোলন করে কি লাভ হবে ভাই? তিলোত্তমা আমাদের নেতা হওয়ার ইস্যু, তাই কি এখন আমরা প্রতিবাদী যীশু?

মনে রাখতে হবে, তিলোত্তমার ন্যায় পাওয়ার নাম করে এহেন ভন্ডামি আর অঙ্গভঙ্গির পরম্পরার বিরুদ্ধে যদি আমরা সচেতন হতে না পারি, তাহলে সিঙ্গুর বা কামদুনির আন্দোলনের দশাপ্রাপ্তি যে তিলোত্তমা ক্ষেত্রেও হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

আমিও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা একজন অত্যাচারিত শিক্ষক। তাই উদাহরণ হিসাবে একটু নিজের কথায় আসি। উনি বা ওনারা হয়তো জানেন না — প্রধান শিক্ষক হিসাবে এহেন কুসুমমতি পড়ুয়াদের স্কুলের প্রার্থনা সভায় দেশের জাতীয় সঙ্গীত চালু করতে গিয়ে খোদ কলকাতায় স্কুল চলাকালীন একদা আমি রাজনৈতিক চক্রান্তকারী তথা মৌলবাদী ধর্মান্ধদের কোপে পড়ে মৃত্যু মুখে পড়েছিলাম! বিস্ময়কর লজ্জার যে, গোটা দেশে খবর হলেও, তখন শুধু এই প্রতিবাদমুখর বাঙালির রাজ্যতেই সেভাবে কোন নিউজ হয় নি! নিন্দুকেরা বলেন — বঙ্গের অধিকাংশ মিডিয়ার নাকি ঘরের পাশের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বলতে একটু ভয় পান! তবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান নিয়ে জোর কদমে বলতে এদের খুব সাহস! সেক্ষেত্রে এরা চোখে চোখ রেখে কথা বলতে খুব পটু! কিন্তু ঘরের পাশের মৌলবাদী, দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে? ওরে বাব্বা! তাই হয়তো তখন খবর হয় নি। স্বাভাবিকভাবে আন্দোলনও হয় নি। তাই মনে হয় উনি বা ওনারা জানেন নি!

নাকি জেনেছিলেন? কিন্তু তিলোত্তমার মতো রাজ্য তোলপাড় করে নি! তাই কি রাষ্ট্র তখন বিকল হয়ে পড়ে নি? প্রশ্ন, শিক্ষায় সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে যারা তিন চার বছর ধরে গান্ধী মূর্তি বা মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে খোলা আকাশের নীচে, হকের চাকরির দাবিতে বা শিক্ষায় অন্তর্জলী যাত্রা ঠেকাতে বসেছিলেন, তখন এই অনিকেতবাবুরা বা ঐ প্রধান শিক্ষিকারা কোথায় ছিলেন? ওরা দিনের পর দিন ধর্নায় বসে, অনশন করে, কান্নায় রাস্তায় গড়াগড়ি করে, রোগে, শোকে মরে, এমন কী, হতাশগ্রস্থতায় ভুগে ওদের কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছেন! জানি না, এই 'We want justice' বলারা তখন কোথায় ছিলেন? কিন্তু এটুকু জানি, দীর্ঘ দিন ধরে জমে থাকা এহেন প্রতিবাদহীনতার আঁতুড়ঘরেই ঘটেছে বা ঘটছে বা ঘটবে এই তিলোত্তমা বা আগামী তিলোত্তমাদের মৃত্যু। এই দায় কি এড়াতে পারেন, এখন হঠাৎ জেগে উঠা 'We want justice' বলা প্রতিবাদীরাও? প্রশ্ন জাগে, একজন জুনিয়র ডাক্তারের তাদের প্রাপ্য ভাতা বা বেতনের বিনিময়ে হাসপাতালে দৈনন্দিন যে শ্রমদান করার কথা, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কি তার চেয়ে অনেক বেশি ক্লেশ তাদের সহ্য করতে হয়েছে?

বিশ্বাস করি যে, শাসকের বা ক্ষমতাশালীদের রক্তচক্ষু দেখে এতদিন ভীত সন্ত্রস্ত থাকা সাধারণ জনগণের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে অজস্র পাপ দেখে দেখে বাস্তবে তিতিবিরক্ত হয়ে রয়েছেন। তারাই পথে প্রান্তরে অজস্র প্রতিবাদীর সঙ্গ পেয়ে, মনে সাহস সঞ্চয় করে, এত সোচ্চার হওয়ার হয়ত সুযোগ পেয়েছেন! তাই এই জনারণ্য। কিন্তু প্রশ্ন জাগে— নেতৃত্বে থাকা জুনিয়র ডাক্তারদের এই সিলেক্টিভ প্রতিবাদ মুখরতা দেখে। দেখছি, মিডিয়ার তালে তাল দিয়ে আবেগে গদগদ হয়ে অনেকে তাদের প্রায় বিপ্লবীর পর্যায়ে উত্তোলন ঘটিয়েছেন! তাদের কৃতকর্মের জন্য ক'জন বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন বা কত লক্ষ রোগী চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এই পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে! কিন্তু এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না যে, তিলোত্তমার ন্যায় দিতে এই সরকারি ভাতা ভোগীদের এহেন প্রতিবাদ মুখরতা প্রান্তিক অসহায় অজস্র রোগীদের প্রাপ্য চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে তাদের চরম আতঙ্কে ফেলেছে। ধর্ণা মঞ্চে 'তোমার মাথায় উকুন হোক, কপিল সিব্বল ছোট লোক, তোমার চা, তুমি খাও বা হাওয়াই চটি দাঁড়িয়ে আছে, আস্তে করে চাটো যাও' এহেন অত্যন্ত নিম্নরুচির, চটুল প্রকৃতির স্লোগান দিয়ে হেসে-কুঁদে, নেচে-গেয়ে, মাদল-কাঁসা বাজিয়ে রাত জাগার আন্দোলনকে আনন্দ মুখরতায় ভরিয়ে তিলোত্তমার যন্ত্রণার সঙ্গে সমব্যথী হওয়ার যে অভিনবত্ব তারা মিডিয়ার সামনে দেখিয়েছেন — অনেকে সেটিকেই নজিরবিহীন আত্মত্যাগের কুর্নিশযোগ্য এক উৎকৃষ্ট উদাহরন হিসাবে দেখাতে চাইছেন! প্রশ্নটা এখানেই। এমনও হতে পারে, যখন ওরা ঐ চটুল স্লোগান আওড়াচ্ছেন, ঠিক তখনই ডাক্তারের অভাবে বিনা চিকিৎসায় ছটফট করতে করতে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক কোনও অসহায় রোগীর! কোনটি জরুরী? যদি একটিও প্রমাণিত হয়, তার শাস্তি কে নেবেন? মনে রাখতে হবে, চিকিৎসকের যেমন আন্দোলন করার অধিকার আছে, তেমনি রোগীরও ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে।

প্রসঙ্গত, এহেন প্রতিবাদ কর্মসূচী চলাকালে দেশ, বিদেশের সর্বস্তরের জনগণের থেকে তারা যে অভাবনীয় আর্থিক (নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা!) নৈতিক, মানসিক সহযোগিতা লাভ করেছে— সেটাও সত্যিই নজিরবিহীন। তাই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ধুরন্ধর রাজনীতিক মুখ্যমন্ত্রীকেও তাদের সামনে নজিরবিহীনভাবে দৃশ্যত নত হতে হয়েছে! যদিও বাস্তব মূল্যায়নে ড্যামেজ কন্ট্রোলে পটিয়সী মুখ্যমন্ত্রী প্রায় দিশাহীন এহেন জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি মতো কয়েকজন আধিকারিককে বদলি করিয়ে, পরে তাদের আরও উচ্চপদে আসীন করে, নিজের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আন্দোলনে প্রায় জল ঢেলে দিয়েছেন!

অর্থাৎ তিলোত্তমার নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের নেপথ্যে যারা মূল চালিকা শক্তি, যারা অপরাধের সম্ভাব্য কিং মেকার, তাদের শাস্তি প্রদান না হওয়া পর্যন্ত লড়াই না চালিয়ে— শুধু নিরাপত্তা বা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দোহাই তুলে আর অর্থহীন, দিশাহীন বদলির দাবি তুলে, নিজেরাই যে নিজেদের কর্মবিরতি তোলার রাস্তা মসৃণ করতে চেয়েছে — একটু তলিয়ে দেখলেই তা পরিস্কার হতে পারে। ভুললে চলবে না — এদেরই একাংশ থ্রেট কালচার থেকে শুরু করে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষদের পাপকর্মে প্রধান সহযোগী হয়ে থাকা, জাল বর্জ্য ঔষধ, শবদেহ পাচার থেকে শুরু করে আরজি করের হোস্টেলে যৌনকর্মীদের আনা, অসহায়-গরীব রোগীদের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা করা বা আরজি করে বিতর্কিত দেওয়াল ভাঙা ও ময়নাতদন্তকে অনুমোদন করে স্বাক্ষর করা বা পূর্বে এনআরএস কলেজে অসহায় কোরপান শাহদের নৃশংস ভাবে হত্যা করার মতো অজস্র পাপে অভিযুক্ত! শুধু চটি চাটা পুলিশদের না ধরে তিলোত্তমার নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাতে এহেন চরিত্রের জুনিয়র ডাক্তারদের কেউ কেউ জড়িত কিনা, তার তথ্য তালাশে সিবিআইকে সাহায্য করতে এই জুনিয়র ডাক্তার নেতারা কি একটুও এগিয়ে এসেছেন?

মিডিয়ার প্রোপাগান্ডাকে শিরোধার্য করে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রায় পাগলামির পর্যায়ে চলা আন্দোলনকে হুজুগে আবেগসর্বস্ব জনগণের একাংশ ও কুম্ভকর্ণের ভূমিকায় থাকা সুশীল সমাজ ও সুযোগ সন্ধানী সেলিব্রেটির দল যেভাবে মহিমামণ্ডিত করেছে, তা ভন্ডামির সব সীমাকে লঙ্ঘিত করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন জাগে, তিলোত্তমার ঘটনার প্রতিবাদে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের, সব পেশার মানুষের প্রতিবাদের ঢল আমরা দেখেছি। কিন্তু সমাজের অন্যত্র প্রতিনিয়ত ঘটে চলা প্রায় তিলোত্তমার ঘটনার মতো নারকীয় অজস্র ঘটনায় এহেন বিপ্লবী জুনিয়র ডাক্তারদের কোনও দিনও কি ন্যূনতম ভূমিকা নিতে দেখেছি? নারদা, সারদা, রোজভ্যালিতে সীমাহীন চুরি বা শিক্ষার নজিরবিহীন দুর্নীতি বা তিন চার বছর ধর্নারত বঞ্চিত হাজার হাজার শিক্ষক চাকরি প্রার্থীদের আর্তনাদ থেকে বানতলা, ধানতলা, কামদুনি, পার্ক স্ট্রিট, হাঁসখালি— কোনও ক্ষেত্রে তাদের ন্যূনতম সামাজিক বা নৈতিক দায় কি পালন করতে দেখেছি? না-কি নিজেদের ঘর পুড়লেই কেবল তবেই ওনাদের টনক নড়ে? তাই কি তাদের প্রতিবাদ এত সিলেক্টিভ প্রতিবাদ? নাকি সমাজের প্রিভিলেজ অংশের যন্ত্রনাটাই তাদের মূল বিবেচ্য? এখানেও যে খামতি!

কারণ আরজি কর-সহ অন্য হাসপাতালে ইতিপূর্বে প্রায় এমনই দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি,পাপ সংগঠিত হয়েছে বা আজও হচ্ছে, এমনতর খুনও হয়েছে, যাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে এদের এত নীরবতা কীসের ইঙ্গিতবহ? নাকি তখন জনগণ জাগেনি, মিডিয়া ডাকেনি, তাই কি তখন বিপ্লবী হওয়া হয়ে ওঠেনি?

হোক না নিজেদের স্বার্থে, এই রাজ্যে যদি কোনও গোষ্ঠীর প্রতিবাদীদের আন্দোলনকে সত্যিই নজিরবিহীন বলতেই হয় — তবে তা হল কলকাতায় গান্ধী মূর্তি পাদদেশে বা মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে অবস্থানরত হকের চাকরির জন্য বঞ্চিত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলন। দীর্ঘ তিন, চার বছর ধরে পুলিশের লাঠি খেয়ে, সরকারের নিদারুণ অমর্যাদা বয়ে, রোদ-বৃষ্টি -ঝড়-জল সয়ে, আম জনগণ বা সুশীল সমাজ বা সেলিব্রিটি সমাজের নিদারুণ উপেক্ষাকে চোখের জলে ধুয়ে, আজও তারা অসম লড়াই জারি রেখেছেন। তাদের এই অসম, নিজস্ব লড়াই মুখ্যমন্ত্রীর চায়ের আমন্ত্রণ পায় নি বটে, তাদের অনেকেই আজও প্রাপ্য চাকরির নিয়োগপত্র পায় নি বটে, তবে তাদের আন্দোলনের জেরেই নজিরবিহীনভাবে জেলবন্দী হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্থ একাধিক মন্ত্রী, সান্ত্রী, আমলারা! এই আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক মারা গেছেন, হতাশায় আত্মহত্যা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, প্রতিবাদ মানব চরিত্রের এক বিশেষ সত্ত্বা! যা কখনও সিলেক্টিভ হতে পারে না। কিন্তু হুজুগে জনগণ তা বুঝলো কই! বাস্তব নিরিখে বঞ্চিত শিক্ষকদের আপসহীন আন্দোলনের কাছে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রায় দিশাহীন আন্দোলন ওজনের দিক থেকে নস্যি মাত্র।

তাই বাস্তবে এই আন্দোলন যতটা মিডিয়াশ্রিত হুজুগ, ঠিক ততটাই দিশাহীন, যোগ্য নেতৃত্বহীন, বহুধা বিভক্ত ও অন্তঃসারশূন্য! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে খ্যাত 'সিপাহী বিদ্রোহ' সমস্ত আয়োজন ও জনমুখী হওয়া সত্ত্বেও ঠিক একই কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। পুরো এপিসোডটি এতটাই নগ্ন যে, চেষ্টা করলে একটি শিশুও বুঝতে পারবে — মিডিয়াই এই আন্দোলনের মূল চালিকশক্তি।

এখানেও প্রশ্ন তিলোত্তমাকে ন্যায় দিতে এত আওয়াজ তুলে কি সুফল আমরা পেলাম? উত্তর, দৃষ্টি ঘোরানোর এই সুযোগে অজস্র দুর্নীতি বা গুন্ডামীতে অভিযুক্ত অনুব্রত, তার মেয়ে বা মানিকবাবুরা জামিন পেয়ে প্রায় বীরের সম্মান পেয়েছে। তাহলে লাভের গুঁড় কি পিঁপড়েতে খেলো না? প্রশ্ন, আন্দোলনের দাপটে এই দেড় মাসে রাজ্যে কি খুন ধর্ষণ সত্যিই কমেছে, নাকি একটু বেড়েছে? পরিসংখ্যান কি বলে? খড়দহ, মধ্যমগ্রাম, ভূপতিনগর, কোচবিহার, শিলিগুড়ি থেকে কুলতলির শিশু খুন ও ধর্ষনের অহরহ ঘটনা সমাজকে কি তিলোত্তমার আন্দোলনের বার্তা দিতে পেরেছে? কেন পারে নি? আসুন একটু ভাবি!

সুতরাং মিডিয়া তাদের প্রয়োজনে কাদের ধরে ধরে বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, মানবতাবাদী, সুশীল বা প্রতিবাদীদের মুখ বানাচ্ছে, তা দেখে কোলাহল করে কি লাভ! নিজের চূড়ান্ত ক্ষতি করে কাউকে পাশে না পেলেও একলা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করা যাদের কাছে কষ্ট কল্পিত কল্পনা, আজ দেখছি তারাই প্রতিবাদের মুখ! যারা বাড়ির পাশে নিয়মিত ঘটে চলা অজস্র পাপ, দুর্নীতি, ব্যাভিচার, ভন্ডামী দেখেও কয়েক দশক ধরে ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সামান্য কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করাকে যোগ্যতা জ্ঞান করে আসছেন — তাদের এহেন সিলেক্টিভ প্রতিবাদকে কুর্নিশ জানাতে ভালো লাগলেও, প্রশ্ন যে থেকেই যায়! মিডিয়ার দৌলতে নেতা বনে যাওয়া অনেককে দেখছি, সভা সমিতিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে, টেবিল চাপড়ে টেবিল প্রায় ভেঙে দিচ্ছেন আর মিডিয়া ছবি তুলে তাদের প্রতিবাদী সেলিব্রিটি বানিয়ে প্রমাণ করছেম 'আমরা না চাইলে আপনি কিচ্ছুটি নন! যতই আপনি কাজ করুন! আমরা তুললে আপনি উঠবেন আর আমরা না তুললে, আপনি অন্ধকারেই থাকবেন! আমরা তুলে আবার ফেলে দিলে আপনি ঠ্যাং ভেঙে বিছানায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হবেন!' তখন আবার আপনার জনপ্রিয়তার হবে বিপুল ক্ষয়! উদাহরন?

আরজি করের অতিরিক্ত সুপার আখতার আলি সন্দীপ ঘোষদের পাপের কথা তখন সকলকে বলেছিলেন, লিখেছিলেন। ফলাফলে মিস্টার আখতারকেই শাস্তির মুখে পড়া ছাড়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে কেউ কোনও অ্যাকশন নেয় নি বা কেউ খবরও করে নি! বছর পাঁচেক পরে তিলোত্তমা খবরে এল আর আখতার সাহেবকে সকলে পাত্তা দিল! এখন উনি নাকি সাহসী, তাহলে আগে কি উনি কাপুরুষ ছিলেন? ওনার মতো অসংখ্য প্রতিবাদী সত্যিই এই রাজ্যে, এই সমাজে আছেন। মিডিয়া চেনায় নি তাই চিনি না!

তাই নিজেকেই উদাহরণ করি। আমিও আর একজন আখতার। কাজি মাসুম আখতার। উনি স্বাস্থ্যে আর আমি সিলেক্টিভ কোনও একটি ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষায় বা সমাজে ঘটা অসংখ্য পাপ, অপরাধ, অনিয়ম, বেনিয়মের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই করে কখনও পড়েছি মৃত্যুর মুখে, কখনও চাকরিতে পড়েছি শাস্তিমূলক বদলির মুখে। এ রাজ্যের বা দেশের অনেকেই তা জানেন, মানেন। আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। কিন্তু মিডিয়া? কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় একলা হয়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে লড়ছি। আমার বা আমাদের লড়াইয়ের সঙ্গে কোনও তিলোত্তমার মতো ট্র্যাজেডি যুক্ত হয় নি। তাই এখনও আমি বা আমরা আরজি করের মিস্টার আখতারের মতো আলোচ্য হই নি। আসলে মিডিয়া চায় নি! তাই বলি, এই জন বা গণ-কে অন্তত আমি বিলক্ষণ চিনি! তাই যতই জনসমুদ্রের গর্জন হোক-তা আসলে মিডিয়াশ্রিত আবেগ। মনে রাখবেন, তা নিশ্চিত করে ক্ষণিকের আবেগ। তাই এই রাজ্যে অন্তত একটি ক্ষেত্রেও অন্যায়ের প্রতিবিধান হওয়া পর্যন্ত লড়াই জারি রাখার উদাহরণ আমরা দেখাতে পারি নি। 'মিডিয়া সরে যাওয়া লড়াই মরে যাওয়া'— এই যদি হয় আপ্তবাক্য! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিলোত্তমার লড়াই একদিন এভাবেই হবে সমাধিস্থ!

সারাজীবনে অজস্র অন্যায়,পাপ দেখেও যাদের মুখে প্রতিবাদের 'প' পাই নি! হঠাৎ মিডিয়ায় বা জনসমুদ্রে মুনাফা লাভের আশায় ঝোঁপ বুঝে কোপ মেরে প্রতিবাদের কুম্ভীরাশ্রু করে, দুটি পাকা পাকা মুখস্ত করা কথায় মিডিয়াকে ধরে, নিজেকে খ্যাত করে, দুর্বৃত্তায়নের দূরীকরণ, জাস্টিস প্রাপ্তির আস্ফালন বা সমাজ শোধরানোর অঙ্গভঙ্গি বা আওয়াজ করা যায়, সমাজে বা মিডিয়ায় বা রাজনীতিতে নেতা হওয়া যায়, সমাজকর্মীর, বুদ্ধিজীবীর তকমাও পাওয়া যায়! কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না, হয় নি আর হবেও না!

লেখক: ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'শিক্ষারত্ন' সম্মাননায় ভূষিত শিক্ষাবিদ।

লাগাতার বৃষ্টিতে কাটা ধান জলমগ্ন, মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লাগাতার বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা কাটা ধান জলের তলায়, লক্ষ্মীপুজোর আগে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরেই তুলতে পারলেন না ধান চাষিরা, মাথায় হাত ধান চাষিদের, দ্রুত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস প্রশাসনের।

বুধবার দফায় দফায় সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় মুষলধারায় বৃষ্টি হয় পাশাপাশি বৃহস্পতিবারও সকালে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। যার কারণে বিঘার পর বিঘা কাটা ধান জলের তলায় রয়েছে এবং এখনও অনেক ধান কাটা বাকি রয়েছে। পাশাপাশি বহু ধান জমিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো মাথায় হাত পড়েছে সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ধান চাষিদের। ইতিমধ্যেই অনেক ধানে অঙ্কুর বেরিয়ে গিয়েছে ফলে এই ধান থেকে চাল তৈরি করা সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছেন কৃষকরা। সকলেই মনে করেছিলেন লক্ষ্মীপুজার আগে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলবে কিন্তু আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হল না। ফলে মাঠেই নষ্ট হতে বসেছে ধান।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি, তাঁরা মনে করেছিলেন এই ধান বিক্রি করে আলু চাষ করবেন কিন্তু তাঁদের যে ভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হল আগামী দিনে তাঁরা কী ভাবে আলু চাষ করবেন তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে তাঁদের। অনেক কৃষক রয়েছেন যাঁদের চাষবাস করেই সারা বছর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা এবং সংসার অতিবাহিত হয়। এখন আগামী দিনে তাঁদের সংসার কী ভাবে চলবে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ কোথা থেকে আসবে তাই ভেবে কূল পাচ্ছেন না তাঁরা।

এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, যে সমস্ত কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করুক এবং তাঁদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কামাখ্যা এক্সপ্রেসে ধোঁয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ১২৫৫২ কামাখ্যা এসএমভিটি এসি সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৩৩ নাগাদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওই ট্রেনটি কামাখ্যা থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে বাঁকুড়া স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর পর ট্রেনটির নীচের অংশ থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। ধোঁয়ায় ভরে যায় পুরো এলাকা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। এই অবস্থায় ট্রেন থেকে অনেকেই নেমে পড়েন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেল দপ্তরের আধিকারিকরা। এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। যদিও নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টারও বেশি সময় পরে ১১টা ৪২ মিনিট নাগাদ ওই ট্রেনটি বাঁকুড়া স্টেশন ছেড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। যদিও এবিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পোলবায় ষোলো বছরের নাবালিকা নিখোঁজে তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পোলবায় নিখোঁজ এক নাবালিকা! পোলবা থানা এলাকার বারুল প্রসাদপুর গ্রামের বাসিন্দা ষোলো বছরের ওই নাবালিকা বুধবার দুপুর থেকে নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। নাবালিকার মা জানান, বুধবার দুপুর বারোটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তাঁর মেয়ে। বাড়ির সামনে এক কসমেটিকসের দোকানে টাকা দিতে যাচ্ছে বলে গিয়েছিল। তারপরে দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও খোঁজ পাওয়া যায়নি মেয়ের।

নিখোঁজ নাবালিকার মায়ের দাবি, মেয়ে ফিরছে না দেখে, তিনি রাস্তায় বেরিয়ে কয়েকজনের কাছ থেকে খোঁজখবর করেন। একটি সন্দেহজনক চারচাকা গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন অনেকে। তাতে তিনি সন্দেহ করছেন, তাঁর মেয়েকে অপহরণ করা হয়ে থাকতে পারে। ওই নাবালিকার বাবা একজন রংমিস্ত্রি। ইতিমধ্যেই থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯ মে থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত শুধুমাত্র পোলবা থানা এলাকায় নিখোঁজের সংখ্যা ৪৫। এর মধ্যে ১৭ জন নাবালিকা। তাদের মধ্যে ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই নাবালিকাকে আদৌ অপহরণ করা হয়েছে, নাকি স্বেচ্ছায় কোথাও গিয়েছে, তার বাবার সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

লক্ষ্মীপুজোয় ছাপ্পান্ন ভোগ সহ অন্নকূট উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বোনেদি বাড়ি। লক্ষ্মী পুজোর অন্যতম গড়াইবাড়ি লক্ষ্মীপুজো। এই লক্ষ্মীপুজার বৈশিষ্ট্য হল, লক্ষ্মীপুজার পরের দিন অন্নকূট ভোগ নিবেদন করা হয় লক্ষ্মীকে। পরিবারের সদস্য সোমনাথ গড়াই জানান, মায়ের আদেশেই এই পুজো চালু হয়। তাঁদের মাতৃ বিয়োগের সময় দুর্গাপুজা ছিল সেই সময় পুজো অর্চনায় তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লক্ষ্মীপুজার পরের দিন লক্ষ্মীকে ৫৬ রকমের ভোগ নিবেদন করার পর জনগণের জন্য লক্ষ্মীর ভোগ বিতরণ করা হবে। সেই প্রথা অনুযায়ী এখনও নিরামিষ লক্ষ্মীর ভোগ বিতরণ করা হয় জনসাধারণকে। শুধু বিতরণ করাই নয় বসিয়ে খাবার ব্যবস্থাও করা হয়। যেখানে লক্ষ্মীকে নিবেদিত অন্নকূট ভোগ সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, এই গড়াই বাড়ির পূর্বপুরুষ ষষ্ঠী গড়াইয়ের নামে আসানসোলের ব্যস্ততম রাস্তা হল এসবি গড়াই রোড। লক্ষ্মী মন্দিরের পুরোহিত জানালেন, লক্ষ্মীপূজার পরের দিন ছাপ্পান্ন রকম ভোগ সহকারে অন্নকূট পূজা করা হয় এবং ভোগ নিবেদনের পর কয়েকশ মানুষ এই ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রেফ্রিজারেটার ফেটে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রেফ্রিজারেটার ফেটে আগুন লাগল বাড়িতে, কোনও ক্রমে প্রাণে বাঁচলেন বাড়ির বাসিন্দারা। বাড়িতে থাকা রেফ্রিজারেটার ফেটে আগুন লাগল বাড়িতে। ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বাড়ির যাবতীয় আসবাব। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার চোরকোলা গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতোই বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের নিজের রুমে শুয়ে পড়েন ইউসুফ আলি খান এর পরিবারের সদস্যরা। আচমকা রাত ২ টা নাগাদ শব্দ পেয়ে ঘুম ভাঙে পরিবারের এক সদস্যার। রুমের দরজা খুলে তিনি দেখেন দাউ দাউ করে জ্বলছে ওই বাড়িরই একটি রুম। এরপরই ওই সদস্যার চিৎকারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বেরিয়ে এসে দেখেন আগুন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এরপর পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা গ্রামের বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে জল ছিটিয়ে আগুননিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় বাড়ির ওই রুমের যাবতীয় আসবাব। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, রাতে চালু থাকা রেফ্রিজারেটারে শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বড়শুল শাখার জন্য শাখা/অফিস প্রেমিসেসের লিজের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **বড়শুল শাখা,** বড়শুল, গ্রাম-পো-থানা : শক্তিগড়, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, প.ব., পিন : ৭১৩১২৪ জন্য পরিমাণ **১৫২০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া একতলায় মেন রোডে** ব্যবসায়িত পরিমন্ডলে সহজ দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং পার্কিং স্পেস সহ ন্যূনতম ১৫ বছরের লিজে শাখা স্থাপনের জন্য লিজের ভিত্তিতে (নির্মিত/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) স্বত্বাধিকারীগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল) টেন্ডার আহ্বান করছে।

নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **১৮.১০.২০২৪ থেকে ০৭.১১.২০২৪ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে,** আসানসোলে প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৭.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।**

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

জেনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,
জোনাল অফিস আসানসোল, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য়তল, ৮, জি টি রোড (পশ্চিম), আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৪, প.ব.।

বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট : www.indianbank.in থেকে।

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK — লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি,
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

ইউকো ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত লকার অধিগ্রহণকারীদের সেফ ডিপোজিট লকার ভাড়া দিয়েছে। লকারের ভাড়া দীর্ঘদিন ধরে পরিশোধ করা হয়নি এবং দেরী/অপ্রদানের জন্য জরিমানা সহ এটিও বকেয়া রয়েছে। ব্যাংক ভাড়া প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট লকার অধিগ্রহণকারীদের নোটিশ জারি করেছে কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত জমা/আদায় হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম এসওএল আইডি	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ (জিএসটি সহ টাকায়)	বকেয়া কবে থেকে
১	ভবানীপুর (০০৩১)	CG088	পুষ্পা বেঁগানি	৩৭৯৮৯	১১.০৯.২০২০
২	ভবানীপুর (০০৩১)	DD116	রাজীব বোস	৩৮৯১৪	৩০-০৬-২০২০
৩	ভবানীপুর (০০৩১)	EK137	ইন্দু জৈন	১১৬৫৩১	১৪-০৭-২০১২
৪	ভবানীপুর (০০৩১)	0A285	রাম কুমার রায়	১৬৫১০	০৪-০৭-২০২০
৫	ভবানীপুর (০০৩১)	0A288	অনিমা চক্রবর্তী	১৮৫১৬	২৬-০৪-২০১০
৬	ভবানীপুর (০০৩১)	OB316	পুষ্পা জৈন ও নেহা জৈন	২৩৩৩০	১৫-০৫-২০১৭
৭	ভবানীপুর (০০৩১)	PA202	সুতপা ব্যানার্জি	৫৮৯০	০১-০৪-২০২১
৮	ভবানীপুর (০০৩১)	PA230	পান্না লাল ব্যানার্জি	৯২৯২	১২-০২-২০২০
৯	ভবানীপুর (০০৩১)	PA268	হরপাল সিং	১০৭৫২	১৩-১০-২০২০
১০	ভবানীপুর (০০৩১)	PA275	তপন কুমার সিং	১৩২২৫	২২-১২-২০১৪
১১	ভবানীপুর (০০৩১)	YA040	সন্ধ্যা গুপ্তা	৮৪৫৭	১৮-০২-২০২০
১২	ভবানীপুর (০০৩১)	YA062	অঞ্জন কুমার সিনহা	৮৫৯০	২২-০৫-২০২০
১৩	ভবানীপুর (০০৩১)	YA076	অনিমেষ সিনহা	৭৪৫৬	১৪-০৫-২০২০

লকার হোল্ডারগণের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায়, ব্যাঙ্ক **২৩.১০.২০২৪** তারিখে বা তার পরে উপরে উল্লিখিত লকারগুলি ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া সামঞ্জস্য করার জন্য লকারগুলির বিষয়বস্তু, যদি থাকে, আংশিক/সম্পূর্ণভাবে নিলাম করা হবে। লকারের অবশিষ্ট বিষয়বস্তু, যদি থাকে, তা সংশ্লিষ্ট লকার অধিগ্রহণকারীদের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং খরচে ব্যাঙ্কের হাতে থাকবে। যদি, লকারের বিষয়বস্তু ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধার করার জন্য অপর্যাপ্ত হয়, লকার অধিগ্রহণকারী ঘাটতির জন্য দায়ী থাকবে। লকার হোল্ডাররা, যদি তাদের লকার পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী হয়, অনুগ্রহ করে **২২/১০/২০২৪** তারিখের মধ্যে তাদের শাখায় যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ১৮.১০.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **জোনাল অফিস, কলকাতা**

SBI এসবিআই বহরমপুর শাখা কোড:-০০০৩৪ — গাড়ি নিলাম

১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পি.ও-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১। ই-মেল: sbi.00034@sbi.co.in

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি **২৪.১০.২০২৪ (বৃহস্পতিবার)** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই, বহরমপুর শাখা, ১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোঃঅঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ -তে, যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৪৩০০, ৮০০১১৯৪৩০১।**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য
১.	**মডেল এবং তৈরি:** মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিঃ, MAHINDRA XUV300 W8O PM BS 6MT, **রেজিঃ নং.:** WB58CA4576, **রেজিঃ তারিখ:** ০৮.০১.২০২৪, **ইঞ্জিন নং** NPPZC74293, **চেসিস নং:** MA1NM2NP1P2C65169, **মালিকের নাম: তোফেজা বিবি**	২২.১০.২০২৪ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	৯,৪৭,০০০.০০ টাকা
২.	**মডেল এবং তৈরি:** টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল লিঃ TATA NEXON CRTV + S PMT, **রেজিঃ নং.:** WB58CA1905, **রেজিঃ তারিখ:** ২২.১২.২০২৩, **ইঞ্জিন নং:** REVTRN2INWXKE8388, **চেসিস নং :** MAT627467PLN37902, **মালিকের নাম: আলী হোসেন মন্ডল**		২০২৩	১০০০.০০ টাকা	৯,৮৯,০০০.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **"এসবিআই, বহরমপুর শাখা" -র অনুকূলে ২৩.১০.২০২৪ তারিখে** বিকেল ৩:০০টা পর্যন্ত নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই, বহরমপুর শাখা"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ১৮.১০.২০২৪
স্থান : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭,
ফোন নং - ০২৩-৬৮৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৩০৪১৮৩১৮৪ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে ২০০২ সালের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	১) ঋণগ্রহীতা - শ্রী অঞ্জন মন্ডল সহ-ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতি চন্দ্রিমা মন্ডল ২) ১১৭০৬৭৫১০০০০৫৪৫৬ ১১৭০৬৭৫১০০০০৫৪৯৪	১) ০৪.০৭.২০২৪ ২) ০৭.০৯.২০২৪ ৩) ২৪,৬৬,৪৮২.৬৪ (চব্বিশ লাখ ছেষট্টি হাজার চারশ বিরাশি টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা)	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত নং ১-১৬০৫-০২৯২১/২০২০ তারিখ ১৪.১০.২০২০ এবং রেজিস্ট্রিকৃত ১৬.১০.২০২০ স্থাবর সম্পত্তি (ফ্ল্যাট তিনতলায় সমানের দিকে পরিমাণ কমবেশি ৮২০ বর্গফুট) অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন অবস্থিত মৌজা বাঁশদ্রোণী, জেএল নং ৪৫, সিএস খতিয়ান নং ২২৭ এবং আরএস খতিয়ান নং ১০০৪, আরএস দাগ নং ১১৩, প্রেমিসেস নং ২৬৮, অরবিন্দ পার্ক,ব্লক এ-বি-সি, ওয়ার্ড নং ১১৪, থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৯৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আলিপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী গৌরাঙ্গ কুন্ডুর ভবন, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; পূর্বে : খালি জমি; পশ্চিমে : শ্রী হিমাংশু সাহা এর ভবন, এবং তদস্থিত একতলা নির্মাণ/ এবং সংস্থিত ইত্যাদি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য যাবতীয়।
২	১) ঋণগ্রহীতা - মনোজ কুমার মিদ্দা ২) ০৩৫৯৬৭৫১০০০২১৫১৭ ০৩৫৯৬৭৫১০০০২১৫২৬	১) ২৪.০৭.২০২৪ ২) ০১.১০.২০২৪ ৩) ২৯,১৫,৮৫৮ টাকা (উনত্রিশ লাখ পনের হাজার আটশ আটান্ন টাকা)	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তি নং ১-১৫০৬-১২২০৯/২০২৩ রেজিস্ট্রিকৃত ০২.১১.২০২৩ ,সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি) ফ্ল্যাট চতুর্থতলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চারতলা ভবনে, ২ বেড রুম,১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, এবং ২ টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি, নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ১১ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : দিগলা,খতিয়ান নং৭৮৩, দাগনং ২০৯১, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৫১৩, ওয়ার্ড নং ২, পুরসভা হোল্ডিং নং ২২০ (নতুন), লক্ষ্মীনারায়ণ রোড,থানা : দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,এডিএসআর কাশীপুর দমদম উত্তর ২৪ পরগনা অধিক্ষেত্রে,চৌহদ্দি : উত্তরে : মানিক প্রসাদ এর ভবন; দক্ষিণে : বর্মণ ভবন;পূর্বে : লক্ষ্মী নারায়ণ রোড ১২ ফুট; পশ্চিমে : ভট্টচার্য ভবন,এবং তদস্থিত নির্মাণ/সংস্থাপিত যাবতীয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

তারিখ : ১৮.১০.২০২৪, স্থান - কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া
কল্যাণী, পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া
পিন - ৭৪১ ২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

Ref.: BR/KIE/NPA/2024-25/410 — তারিখ : ০৭.১০.২০২৪

ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে

১. **শ্রীমতি দিপালী বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা-এইচবিএল এর),**স্বামী শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, ঠিকানা : বাগমোড়,রানি রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫।
২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা-এইচবিএল এর),** পিতা শম্ভু চরণ বিশ্বাস। ঠিকানা : বাগমোড়,রানি রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫।
৩. **মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার ১ : শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং অংশীদার ২: শ্রীমতি দিপালী বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)।** ঠিকানা : বাগমোড়,রানি রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫।
৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস (অংশীদার তথা জামিনদাতা -মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাজি),** পিতা শম্ভু চরণ বিশ্বাস। ঠিকানা : বাগমোড়,রানি রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫।
৫. **শ্রীমতি দিপালী বিশ্বাস (অংশীদার তথা জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজ),** স্বামী শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস। ঠিকানা : বাগমোড়,রানি রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫।

মহাশয়া/মহাশয়,
২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি অ্যাকাউন্ট নং (১. OCC- 50197477327, ২. GECLS-5051972667, ৩. GECLS-58004074977 ৪. GECLS Extn - 7108239141, ৫. WCTL-7022245640, ৬. FITL-7022250581, ৭. HBL-50176666830 ৮. HBL -50291924006) মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ এবং শ্রীমতি দিপালী বিশ্বাস, শাখা - কল্যাণী আই.ই. শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন।
এটি ০২.০৩.২০২৩ তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারিকৃত ৬০ দিনের দাবি নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) / এবং জামিনদাতা (গণ) /দায়বদ্ধকারীদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি/সমূহ সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ রয়েছে এবং অনুমোদিত অফিসার **২৭.০৬.২০২৪ তারিখে** ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখল (স্বত্ব) নিয়েছেন উক্ত আইনের সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে।
এতদ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুকূলে জামিন অধীনে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে https://www.ebkray.in** মাধ্যমে বিক্রি করা হবে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিন পরে একটি নির্দিষ্ট তারিখে, ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রে এটি প্রকাশের মাধ্যমে আপনাকে জানানো হবে।
উপরে উল্লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(৮) এর বিধানগুলির অধীনে নীচে নির্ধারিত সুরক্ষিত সম্পদ (গুলি) এর ক্ষেত্রে বকেয়া আদায় দিয়ে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশের পরিষেবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন ২০০২-এর সংস্থান অধীনে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধি ২০০২-এর বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করবে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, **শ্রীমতি দিপালী বিশ্বাসের নামে,** স্বামী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৮৩১ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ এবং বিক্রয় দলিল নং ৮৩২ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ , হোল্ডিং নং ৭১/৫৯/৮০, বাগমোড়, রাণি রাসমণি ঘাট রোড, পো: কাঁচড়াপাড়া,থানা : বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২, হালিশহর পুরসভা অধীন, এরিয়া : ৩.১২৫ কাঠা (মোট এরিয়া ৪৪২৫ বর্গফুট)। চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া রানি রাসমণি ঘাট রোড,দক্ষিণে : পুর নিকাশি, পূর্ব : ১০ চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : পুরসভা নিকাশি।

তারিখ : ০৭.১০.২০২৪
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৫.১১.২০২৪ (ক্রম নং ১ থেকে ৫)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৪ (ক্রম নং ৬)
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্রম নং ১ থেকে ৫)
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১২.১১.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্রম নং ৬)

আগ্রহী দরদাতারা কেবলমাত্র প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য টেন্ডার দিতে পারেন। যাইহোক, জমি এবং বিল্ডিং সহ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি একত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুধুমাত্র জমি এবং বিল্ডিং বিক্রি করা হবে না।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে **০৫.১১.২০২৪ (ক্রম নং ১ থেকে ৫) এবং ১৯.১১.২০২৪ (ক্রম নং ৬)** সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **২৯,৪৫,৭০৮.০০ টাকা** ০৯.০৬.২০১৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রীমতি প্রিয়াংকা দে**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৫.৩০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৫৩,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০২, পঞ্চমতলে, রিদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে হোল্ডিং নং ৪১/সি, কুমীরজলা রোড, শ্রীরামপুর,শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন,থানা শ্রীরামপুর, পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট এবং দক্ষিণ দিকের চলার পথের ব্যবহারের অধিকার সহ। সম্পত্তি শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা দে এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০২৪৬৩-২০১৭ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৫১১ থেকে ৫৬৫৪৫।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **২২,১৩,৯৪৫.৮৪ টাকা** ০৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রীমতি সাবানা পারভিন (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি রিজিয়া বিবি (জামিনদাতা)** কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ সম্পত্তি নং ১) **১১.১১ লাখ টাকা এবং সম্পত্তি নং ২) ১২.৭৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা সম্পত্তি নং ১) ১,১১,১০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি নং ২) ১,২৭,৫০০.০০ টাকা যথাক্রমে।**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে)**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১. জমির প্লট এবং তৎসহ বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত চাপাতাড়া, পো : সেন্ড্রা, থানা : বাঁকুড়া, মৌজা : চাপাতাড়া, জেএল নং ২৫৬, এলআর প্লট নং ৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৮ এবং ৬০২, বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫, মোট জমি ২৬ ডেসিমেল,দলিল নং ১-৩৩৫৯- ২০২০ সালের, সাবানা পারভিন এবং রিজিয়া বিবির নামে। (মূল স্বত্ব দলিল নং ১-৩৩৫৯-২০২০ সালের বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্ত অনুযায়ী ক্রেতাকে হস্তান্তর করা হবে।) ।--সম্পত্তি নং ২. প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত চাপাতাড়া, পো : সেন্ড্রা, থানা : বাঁকুড়া, মৌজা : চাপাতাড়া, জেএল নং ২৫৬, এলআর প্লট নং ৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৮ এবং ৬০২, বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. শ্রীমতি প্রীতি সাহা**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৯.৩০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৯৩,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ফ্ল্যাট নং "সি" - ৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ) একতলায় "প্রিতম অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পুরসভা অধীন, পো এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২১৩৬, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ০১,এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪স এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১, জমির শ্রেণি : বাস্তু।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৪ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৩৬,২৭,৯১৪.১৬ টাকা** ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **গোপাল ক্লথ স্টোর স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা - শ্রী অরুণ কুমার সুলতানিয়া এবং শ্রীমতি মধু দেবী সুলতানিয়া** স্বামী অরুণ কুমার সুলতানিয়া কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৬.২৭ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৬২,৭০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং জি-০১, একতলায় মধুমিতা অ্যাপার্টমেন্টে পরিমাণ এরিয়া ৭৪১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) অবস্থিত মৌজা : নাডিহা, জেএল নং ২৯১/৩, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৬, হীরালাল বোস স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ১৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৭০৯, আরএস প্লট নং ৯৭০, পুরুলিয়া : ৭২৩১০১,পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্টার্ড অফিস এডিএসআর পুরুলিয়া, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ১০৩১ থেকে ১০৬৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ সকলের ব্যবহারের স্থানের এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত।
সম্পত্তি শ্রী অরুণ কুমার সুলতানিয়া এবং শ্রীমতি মধু সুলতানিয়া এর নামে, দলিল নং ১-১৮০৬/২০১৩ অধীন।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৫ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **২৭,১১,৯৮৫.০০ টাকা ২১.০৬.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **অন্বেষ মুখার্জি এবং রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়-এর** কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
২১.৩৭ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,১৩,৭০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ফ্ল্যাটের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের সুদৃশ্য টাইলস ফিনিস ফ্ল্যাট লিফট সহ , ফ্ল্যাট নং ২/সি, পরিমাণ এরিয়া ৯১৫ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) ২০১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) মোট ১১১৬ বর্গফুট ৩য়তলে, "শ্যামসুন্দর আবাসন" ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং উক্ত ভবনের চাতালের সুবিধা এবং পরিষেবা ফিটিংস, ফিক্সচার স্যানিটারির এবং প্লাম্বিং ইত্যাদির এবং সকলের ব্যবহারের স্থানের ভোগ দখল এবং পরিষেবা ভোগ দখরের অধিকার সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি অন্বেষা মুখার্জি এবং রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০৪৩৪৫-২০১৭ সালের, ভুল্যম নং ০৬০৫-২০১৭,**পৃষ্ঠা ১০৪৪৬৪ থেকে ১০৪৫১৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২/ডি, খোলা জায়গা এবং করিডর, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ২/বি, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৬ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **৩৮,৩৮,০৮৪.০৯ টাকা** ০৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স সন্তোষী মা হস্ত শিল্প ইউনিট - ২, স্বত্বাধিকারী - শ্রী রাম দাস বিশ্বাস,** পিতা শ্রী কালীপদ বিশ্বাস-**এর** কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ : ৩৩.৫৮ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৩,৩৫,৮০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ : ২২.৩৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,২৩,৪০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ওয়ার্কশপ বিল্ডিং পরিমাণ ৪ শতক কমবেশি , আরএস খতিয়ান নং ৩২০, এলআর খতিয়ান নং ৭০/২, আরএস দাগ নং ৭/৪৭৫, এলআর দাগ নং ১৪, অবস্থিত মৌজা : কোদালিয়া,জেএল নং ১২, কোদালিয়া নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : আদর্শনগর, কানাগড়,পো : নালডাঙ্গা, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৪,দলিল নং ০৭২০৭, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২১, পৃষ্ঠা ৪৫২৯ থেকে ৪৫৪০ -২০১১ সালের, এডিএসআরও চুঁচুড়া, হুগলি।
সম্পত্তি শ্রী রাম দাস বিশ্বাস , পিতা শ্রী কালীপদ বিশ্বাসের নামে।
সম্পত্তি নং ২ : প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত মৌজা : কোদালিয়া, জেএল নং ১২, কোদালিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন গ্রাম : আদর্শ নগর,কানাগড়, পো : নালডাঙ্গা,থানা : চুঁচুড়া,জেলা : হুগলি,পিন : ৭১২১২৪। মেশিন এবং সরঞ্জাম নিম্নোক্ত মতে : ১. প্লাস্টিক ইনক্লুসিভ মোল্ডিং মেশিন,২. ভ্যাকুয়াম মেটালাইজিং প্ল্যান্ট, ২টি ইলেক্ট্রিক ওভেন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সহ। ৩. এয়ার কমপ্রেসার, ৪. ওয়াটার কুলার, ৫. ওয়াশিং ড্রাম এবং ওয়াটার কন্টেনার, ৬. ৫১ কেভিএ, বাল্ক ইলেক্ট্রিক, ৭. ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ারিং এবং মেন সুইচ বাস, ৮. ২ এইচপি ওয়াটার পাম্প, ৯. কিচেন কিট বাসন সহ, ১০. অফিস ফার্নিচার এবং আলমারি, ১১. মোল্ডিং লিফটিং পুলার, সরঞ্জাম সহ, ১২. মোল্ডিং ড্রিল, ১৩. ওয়েল্ডিং সেট।
সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https:-//ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ১৮.১০.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

মিড ডে মিল-সহ স্কুলের দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় প্রধান শিক্ষকের হুমকি ২ ছাত্রকে

ভয়ে আত্মঘাতী ২ পড়ুয়া, অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিড ডে মিল থেকে শুরু করে হাইস্কুলের একাধিক দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছিল দ্বাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র। আর তারপরেই ওই দুই ছাত্রকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এমনকী দ্বাদশ শ্রেণির ওই দুই ছাত্রকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া ও থ্রেট করে প্রধান শিক্ষক বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার পর ভয়ে এক ছাত্র আত্মঘাতী হয়। অপর ছাত্র ভিন রাজ্যে পালিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানাজানি হতে গাজোল ব্লকের ধরণী ভুবন শশী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের সামনে চরম বিক্ষোভ দেখান ওই দুই ছাত্রের পরিবার-সহ গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় এসে পৌঁছয় গাজোল থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনেই সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার এবং তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন বিক্ষোভকারীরা। পাশাপাশি এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মৃত ছাত্রের পরিবার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার গাজোলের ধরণী ভুবন শশী বিদ্যাপীঠের দ্বাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র প্রদীপ মার্ডি এবং প্রসূন দেব সরকার। এদের দু'জনেরই বয়স ১৮ বছর। এই দুই ছাত্র মিড ডে মিল সহ স্কুলের একাধিক দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছিল। যার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কুনজরে চলে আসে ওই দুই প্রতিবাদী ছাত্র। এরপরই প্রধান শিক্ষক তাদের নানারকম ভাবে হেনস্তা এবং থ্রেট দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ। দুই ছাত্রকেই উচ্চমাধ্যমিকে বসার রেজিস্ট্রেশনের ফরম ফিলাপ বন্ধ করে দেয়। পুলিশ দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। বাধ্য হয়ে প্রদীপ মার্ডি, মেঘালয় পালিয়ে যায়। সেখানে আত্মহত্যা করে সে। এই মৃত্যুর সুবিচার এবং প্রসূন দেব সরকারের ছাত্র জীবন অন্ধকারে চলে যাওয়ায় প্রতিবাদে এদিন তারা স্কুলের সামনেই বিক্ষোভ প্রতিবাদ শুরু করেন। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তারা শিক্ষা দপ্তর এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও জানিয়েছেন।

মৃত ছাত্র প্রদীপ মার্ডির বাবা লক্ষ্মীরা মার্ডি বলেন, দিনের পর দিন স্কুলের দুর্নীতি এবং নিম্নমানের মিড ডে মিল নিয়েই আমার ছেলে সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল প্রধান শিক্ষক। তারপরে ছেলে গা ঢাকা দিয়ে যায়। এরপরেই বুধবার ছেলে ভিন রাজ্যে আত্মঘাতী হয় বলে জানতে পারি। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন স্কুলের সামনেই সোচ্চার হয়। পুরো ঘটনার পিছনে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক যুক্ত রয়েছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে যায়নি। পুরো ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আরামবাগে তৃণমূল নেতা খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: স্বামীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তৃণমূল নেতা সেখ ফায়েজ উদ্দিন খানের স্ত্রী রেশমা খাতুনের পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজত হল। বৃহস্পতিবার তাকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে আগামী পাঁচ দিনের জন্য পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। মৃত তৃণমূল নেতার পরিবারের লোকজন এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ করেন। আর সেই ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে পড়েন তারই স্ত্রী রেশমা খাতুন। বুধবার সকালে তারই বাথরুম থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ফায়েজ উদ্দিন খানের। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ তার দেহ উদ্ধার করে। অভিযোগ যে, এক বছর আগে ফায়েজ উদ্দিন তার এই স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। এরপর থেকে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। মাত্র গত পাঁচ দিন আগে তারা আরামবাগের বাসুদেবপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে চলে আসেন। এখানেই থাকছিলেন দুজনে। এর পরেই তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ বাড়ির বাথরুম থেকে। ফায়েজ উদ্দিন তৃণমূলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি আরামবাগ শহর টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। এদিকে মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত স্ত্রীকে মারধরের চেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ রেশমা খাতুনকে হাসপাতাল থেকেই উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। আর তখনই উত্তেজিত জনতা তাকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তারা অভিযোগ করতে থাকেন যে ফায়েজকে লোক দিয়েই খুন করেছে ওই মহিলা রেশমা খাতুন। কোনওরকমে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে আগামী পাঁচ দিনের জন্য পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

মুরারই ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠানে মুরারই মাঠে উপস্থিত বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা সহ জেলা কোর কমিটির বিকাশ রায়চৌধুরী, সুদীপ্ত ঘোষ সহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূলের 'খেলা হবে' টিশার্টের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তৃণমূলের 'খেলা হবে' টিমের টিশার্টের আত্মপ্রকাশ ঘটল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বৃহস্পতিবার 'খেলা হবে' টিমের টি-শার্টের আত্মপ্রকাশ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, তৃণমূল নেতা মফিজ উদ্দিন মিয়া, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী স্নেহলতা হেমরম সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া টিমের জন্য বিশেষ ড্রেস কোড নিয়ে এসেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিশেষ পোশাক পরে আগামী নির্বাচনের লড়াইয়ে নামবে তৃণমূলের আইটি সেল। এই বিশেষ ড্রেস কোড চালু হওয়ায় অত্যন্ত খুশি আইটি সেলের কর্মীরাও। এ বিষয়ে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'এই স্লোগান এখন অত্যন্ত পপুলার একটি স্লোগান। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্লোগানটি তৈরি করেছেন। এই স্লোগান কে সামনে রেখে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আইটি সেল এর ছেলে- মেয়েরা এই স্লোগানকে সামনে রেখে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে।' মন্ত্রী আরো জানান, 'রাজ্য সরকারের এবং আমাদের দলের আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে এই আইটি সেল। আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে আইটি সেল এর মূল কর্মী হিসেবে যারা কাজ করছেন, তাদের দশজনের হাতে এই ড্রেস তুলে দেওয়া হলো।'

হনুমানের কামড়ে আক্রান্ত বনবিভাগের কর্মী সহ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার রাত থেকে অণ্ডালের সিদুলির দিঘির বাগান এলাকায় একটা বীর হনুমান আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় পাঁচজনকে কামড় দিয়েছে হনুমানটি। বৃহস্পতিবার সকাল হতেই হনুমানটি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ।সকাল থেকেই প্রায় চারজনকে কামড় দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বন বিভাগের খবর দিলে, বনবিভাগের কর্মীরা খাঁচা নিয়ে হনুমান ধরার চেষ্টা করলেই, বীর হনুমানটির দ্বারা আক্রান্ত হন বন বিভাগের এক কর্মীও। হনুমানটিকে কোনও ক্রমে বাগে আনা যাচ্ছে না ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে লাঠি সোটা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এলাকায়। অথচ এলাকায় স্থানীয়দের চোখের সামনেই ছাদে ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে হনুমানটি।

হনুমান দ্বারা আক্রান্ত বন বিভাগের কর্মী শান্তনু মাঝি জানান, হনুমানটিকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে, কোনও ভাবেই ট্র্যাঙ্কোলাইজার বন্দুক ফায়ার করে হনুমানটিকে খাঁচা বন্দি করে স্থানীয় এলাকা থেকে হনুমানটিকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা চালাচ্ছেন। তিনি জানান,জামালপুরের হনুমানটিকে ধরে বনবিভাগে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে চিকিৎসার পর কোনও জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। হনুমান দ্বারা আক্রান্ত স্থানীয় বাসিন্দা অভিষেক কুমার জানান, বুধবার রাত থেকেই স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় একটা পাগল হনুমান এসেছে এবং বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত হনুমানটি প্রায় পাঁচজনকে কামড় দিয়েছে। আতঙ্কে স্থানীয়রা লাঠি সোটা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ফের গঙ্গা ভাঙনে আতঙ্ক ছড়াল মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর ও গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই গঙ্গার ভাঙনে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর এবং গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ইতিমধ্যে এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁধ বরাবর কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ মিটার দূরে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। যার ফলে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েকশো পরিবারের মধ্যে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রশাসনের কাছে ভাঙন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে প্রতিরোধের কাজের দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গঙ্গা নদীর জল কমতেই গত তিনদিন ধরে মথুরাপুর, পাঠানপাড়া, শংকরটোলা এবং গোপালপুর এলাকায় ক্রমাগত ভাঙন চলছে। ইতিমধ্যে ২০ থেকে ২৫ টি পরিবার ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছে। যে পরিস্থিতিতে ভাঙন হচ্ছে, সেই গঙ্গা নদীর দূরত্ব মথুরাপুর বাঁধ থেকে মাত্র ২৫ মিটার দূরে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। এরকমভাবে লাগাতার ভাঙন চলতে থাকলে আগামী বর্ষার মরশুমে গোটা মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা গঙ্গার জলে প্লাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরো বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক সাইমুদ্দিন শেখ, আখতার আলি, নিজাম শেখদের বক্তব্য, এবছর মানিকচকের ভূতনিতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কয়েকশো পরিবারকে মথুরাপুর এসেই বিভিন্ন সরকারি স্কুলে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এখন নদীর জল কমেছে। কিন্তু এই গঙ্গা নদীর জল কমতে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে। বাঁধ বরাবর চাষযোগ্য জমিগুলি ভাঙনে নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে। বোল্ডার ফেলে এবং লোহার নেট দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধের স্থায়ী কাজ না করলে এই সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়। আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হোক।

মানিকচকের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, এই ব্লকটি ভাঙন কবলিত। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে এসেছে। এমনকী যৌথভাবে ভাঙন প্রতিরোধের দাবিও জানিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু কেন্দ্র সরকার কোনওরকম এবিষয়ে গুরুত্ব দেয়নি। তবে নতুন করে ভাঙন পরিস্থিতির কথা জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, মানিকচকের ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে আমরা রাজ্য প্রশাসনের নজরে এনেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেচ দপ্তরকে যে কোনো উপায়ে ভাঙন ঠেকানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ আগেই দিয়েছেন। তবে আমরা চাই গঙ্গা যেহেতু জাতীয় নদী, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসা উচিত।

পুজোয় মদ কেনাবেচায় ভালো ব্যবসা করল মালদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুজোর চার দিন দেশি-বিদেশি মদ বিক্রিতে উত্তরবঙ্গের মধ্যে পাহাড়কে ছাপিয়ে গেল মালদা। যেহেতু এবারে অষ্টমী ও নবমী একদিনেই পড়েছিল, সেই তথ্য অনুযায়ী মালদা মহাষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত এই চার দিনে প্রায় ৪ কোটি ১২ লক্ষ ১১ হাজার ৪১৪ টাকার দেশি এবং বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে মালদা জেলায়। যা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবথেকে বেশি বলেই আবগারি দপ্তর অনুমান করছে। পাশাপাশি গত বছর পুজোর চারদিন মালদা জেলায় যে পরিমাণ দেশি এবং বিদেশি মদ সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানগুলি থেকে বিক্রি হয়েছিল, তার থেকে কয়েক গুণ বেশি এবছর বিক্রি হয়েছে। এর ফলে সরকারি রাজস্ব মালদা জেলা থেকে অনেকটাই বেশি আদায় করতে পেরেছে রাজ্য আবগারি দপ্তর। যদিও উত্তরবঙ্গের পাহাড়, ডুয়ার্স , তরাই সহ বিভিন্ন জায়গা পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত থাকলেও, মালদা জেলা এর মধ্যে একটি অন্যতম। পুজোর মরশুমে এই জেলাতেও বাইরে থেকে বহু পর্যটকেরা আসেন। মালদার ঐতিহাসিক নিদর্শন গৌড়, আদিনা, পান্ডুয়া, বৌদ্ধবিহারের নিদর্শন ক্ষেত্র জগজীবনপুর ঘুরতে যান পর্যটকেরা।

জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় পানশালা, অফ শপ, অন সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০ টি দেশি এবং বিদেশি সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান রয়েছে। এবছর মহাষষ্ঠীর দিন ৯ অক্টোবর থেকে দশমী অর্থাৎ ১২ অক্টোবর পর্যন্ত মালদায় দেশী মদ বিক্রি হয়েছে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৪২৫ টাকার। অথচ গত বছর দুর্গা পুজোর সময় ছয় দিন জুড়ে দেশি মদ বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৮ টাকার। পাশাপাশি এবছর দুর্গাপুজোর এই একই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি লাইসেন্সি দোকানগুলি থেকে বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৬৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ১০ টাকার। গত বছর দুর্গা পুজোর সময় ছয় দিন জুড়ে বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছিল ৪৬ লক্ষ ২২ হাজার ৫৫৯ টাকা। এছাড়াও এবছর পুজোর চারদিন সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানগুলি থেকে বিয়ার বিক্রি হয়েছে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৯২৮ টাকার। গত বছর দুর্গা পুজোর সময় গত ছয় দিনের ব্যবধানে বিয়ার বিক্রি হয়েছিল ৯৬ লক্ষ ৩৭৮ টাকা। ফলে এবারে মালদা জেলার বিভিন্ন সরকারি লাইসেন্সি দোকানগুলি থেকে দেশি-বিদেশি মদ বিক্রির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় রাজকোষের ভারে অনেকটাই মা ভবানীর জোয়ার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করছে আবগারি দপ্তর।

পশ্চিমবঙ্গ ফরেন লিকার অ্যাসোসিয়েশনের মালদা জেলার এক সদস্য নারায়ণ প্রামানিক বলেন, গত কয়েক বছরের ব্যবধানে এবছর দুর্গা পুজোয় বিপুল পরিমাণ দেশি এবং বিদেশি মদের বিক্রি বেড়েছে। এক্ষেত্রে অনেকটাই রাজস্ব আদায় করতে পারবে আবগারি দপ্তর। তবে বিভিন্ন সরকারি লাইসেন্স দোকানিদের বেচাকেনার ক্ষেত্রে নানান সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার সময়ও নানান ধরনের ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রে পুলিশ এবং আফগারি দপ্তরকেও বিশেষভাবে নজর বাড়ালে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কের মধ্যে থাকবেন না।

জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ডিউটি শেষ করে ভোরবেলায় বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে নির্মীয়মাণ কালভার্টে ধাক্কা মেরে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। বৃহস্পতিবার সাত সকালেই এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে, জামালপুরের আটপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে জামালপুর থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি বাইক উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

জামালপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম অসীম চক্রবর্তী ধনিয়াখালি থানা এলাকার রামচন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা।ধনিয়াখালি থানার অধীনে ট্রাফিক গার্ডের কাজে কর্মরত ছিল। এদিন ভোরে ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে জামালপুর এর আটপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জামালপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ছোট ও বড় লক্ষ্মীর পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে গোঘাটকের বেঙ্গাই গ্রামে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় জমজমাট আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের বেঙ্গাই গ্রাম। শারোদৎসবের শেষে নতুন করে উৎসব শুরু হয়েছে হুগলি জেলার গোঘাটের একটি জনপদ বেঙ্গাই গ্রামে। ধন লক্ষ্মীর পুজোকে কেন্দ্র করে সেজে উঠছে গোটা বেঙ্গাই গ্রাম। চারিদিকে সবুজ গাছ গাছালি ও সোনালি ধান জমি দিয়ে ঘেরা। মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে চলছে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা। এই গ্রামে দুর্গাপুজোয় নিয়ে মাতামাতি নেই। যত আবেগ লক্ষ্মীপুজোয়। কেননা এই গ্রামেই বড় লক্ষ্মী ও ছোট লক্ষ্মী নামে দুই পুজোকে ঘিরে এলাকার মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে। মূলত সাবেকিয়ানাকে কেন্দ্র করে এই পুজোকে ঘিরে জমজমাট পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ধনদেবীর আরাধনাই এখানকার অন্যতম প্রধান উৎসব। আর তাতেই মেতেছে গ্রামবাসীরা। ছোট লক্ষ্মী ও বড় লক্ষ্মী পুজোকে ঘিরে নানা ঘটনা রয়েছে। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোতেই গ্রামবাসীরা নতুন জামা পড়েন। হয় প্রতিমার প্রতিযোগিতা। হুগলি জেলার গোঘাটের বেঙ্গাই গ্রামের মানুষ বছরের সেরা উৎসবে মেতে ওঠেন তারা। সকাল থেকেই ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর পুজোয় সামিল হন গ্রামের মানুষ। হেমন্তের শুরুতে মাঠ জুড়ে ধান। মা লক্ষ্মীর আরাধনাতেই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। প্রায় দুই শতাধিক বছর ধরে বেঙ্গাই গ্রামে ৪২টি ব্যানার্জী পরিবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে বড় লক্ষ্মীর পুজো করেন এবং অপরদিকে ওই গ্রামেরই ভট্টাচার্য পরিবারগুলি ছোট লক্ষ্মীর পুজো করেন। তবে গ্রামের সকল মানুষ ছোট্ট লক্ষ্মী ও বড় লক্ষ্মী পুজোতে অংশ গ্রহণ করলেও বেঙ্গাই গ্রামের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত হয়ে এই পুজো শুরু করে। প্রায় ৪০ থেকে ৪২ টি করে পরিবার দুই পুজোতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। দুই জায়গায় পুজোকে ঘিরে চলে প্রতিযোগিতা। একদিকে চারদিন যাত্রা হলে অন্যদিকেও চারদিন যাত্রাপালা ও গান হবেই। প্রতিমা নির্মাণকে কেন্দ্র করেও চলে প্রতিযোগিতা।

তবে বর্তমানে দুই জায়গার পুজোর পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও ছোট লক্ষ্মী ও বড় লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে দুই জায়গার মানুষের মধ্যে মানসিক প্রতিযোগিতা চলে। পুজোর রীতি মেনে চলছে পুজোর আয়োজন। ভালো করে দেবীর পুজো করলে ফসল ভালো হবে। এই বিশ্বাসে প্রায় দুই শতাধিক বছর ধরে লক্ষ্মীর পুজো হয়ে আসছে গোঘাটের বেঙ্গাই গ্রামে। দুর্গাপুজো নয়, গ্রামবাসীদের যত ভাবনা লক্ষ্মীপুজোকে নিয়ে। মা লক্ষ্মীকে নিয়ে অগাধ বিশ্বাস প্রবীণদের। এই বিষয়ে বড় লক্ষ্মীপুজো কমিটির এক সদস্য জানান, এই গ্রামের মানুষ খুবই দারিদ্রতার মধ্যে বাস করত। খেতে পেত না। ৪২ ঘর সেবাইত। দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদে প্রত্যকে পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। ব্যানার্জী পরিবারের একজন কুলবূ জানান,লক্ষ্মী পুজোর সকাল থেকেই আলপনা দেওয়া থেকে শুরু করে ফলকাটা শুরু হয়ে যায়। সারাদিন কুলবধূরা উপোস থেকে দেবীর পুজোপাঠে অংশ নেন। অপরদিকে ছোট লক্ষ্মী পুজো কমিটির এক সদস্য জানান, বংশ পরমপরায় এই লক্ষ্মীপুজো চলছে। দুর্গাপুজো থেকেও দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় এলাকার মানুষ বেশি অংশ গ্রহণ করেন। এই পুজো প্রতিষ্ঠা করেন কেনারাম ভট্টাচার্য। ইনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু হন। আট দিন ধরে দুই জায়গাতেই লক্ষ্মী পুজোকে ঘিরে প্রতিযোগিতা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সবমিলিয়ে গোঘাটের বেঙ্গাই গ্রামে দুই জায়গার লক্ষ্মী পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো।

ভালো জীবনসঙ্গী পেতে জঙ্গলমহলে পালিত আভড়াপুণেই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঝাড়গ্রাম: অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে পালিত হল আভড়াপুণেই... কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম জেলায় এবং সুবর্ণরেখার উভয় তীরে পালিত হয় 'আভড়াপুণেই' বা অব্যুঢ়া পূর্ণিমা (অব্যুঢ়া ব্রত)।

শুধু তাই নয় কর্মসূত্রে এই এলাকার যে সমস্ত মানুষ অন্যত্র বসবাস করেন তাঁদের অনেকের বাড়িতেও পালিত হয় এই আভড়াপুণেই। পূর্ণিমা এবারে দু'দিন, তাই কোথাও বুধবার আবার কোথাও বৃহস্পতিবার পালিত হয়েছে এই আভড়াপুণেই। এই লিঙ্গ বৈষম্যহীন লৌকিক উৎসব অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য। উৎকল সংস্কৃতি বা ওড়িশার রীতি প্রভাব এই উৎসবে লক্ষ্য করা যায়। ওড়িশার কুমার পূর্ণিমার প্রভাব এই 'আভড়াপুণেই' উৎসবে পরিলক্ষিত হয়। এই উৎসবে মা, ঠাকুমা,দিদিমারা অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁদের অবিবাহিত সন্তানরা যাতে ভবিষ্যতে ভালো জীবনসঙ্গী পায় সেই কামনা করা হয়।

এদিন বাড়িতে পিঠে, পায়েস, লুচি, সুজি, ক্ষীরি থেকে শুরু করে নানা নিরামিশ পদ তৈরি হয়। এদিন সারাদিন অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের 'ভুজা' বা মুড়ি খাওয়া বারণ। মুড়ি খেলে এই ব্রত 'বুড়ি যাওয়া'র (ডুবে যাওয়া) বা ডিসকনটিনিও হওয়ার ভয় থাকে। এদিন স্নান করে নতুন পোশাক বা নিদেনপক্ষে নতুন রেশম (ঘুনশী) কোমরে পরতে হয়। স্নানের পরে মায়েরা অবিবাহিত সন্তানের মঙ্গলকামনায় কপালে চন্দনের মঙ্গল টিকা পরিয়ে দেন। অনেক অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা, যাদের বয়স একটু বেশি তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনে কার্তিকের মতো স্বামী বা লক্ষ্মী প্রতিমার মতো স্ত্রী পাওয়ার লক্ষ্যে সারাদিন উপবাস রেখে ব্রত করেন। আবার কারও কারও মতে চাঁদের মতো সুন্দর জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গীনী পাওয়া এই ব্রতর লক্ষ্য।

পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হওয়ার পর এই ব্রত শেষ হয় তুলসী গাছে জল ঢেলে। ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় অনেক ক্ষেত্রে মা তুলসী গাছে জল ঢালেন।ব্রত শেষে আজকাল তুলসি গাছে জল ঢালার রীতি প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। এই উৎসবে ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। এই নিয়ে আগের দিনে মা-ঠাকুমারা অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করে বলতেন, 'পা মেনেকার নিশ বাদু' অর্থাৎ ছেলেদের গোঁফ বাড়ুক, আর বলতেন 'ঝি মেনেকার আইস বাদু' অর্থাৎ মেয়েদের আয়ু বাড়ুক।

ঝাড়গ্রাম জেলার ভূমিপুত্র, বর্তমানে কর্মসূত্রে মেদিনীপুরে বসবাসকারী, লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়ার মতে, আজকের আধুনিক জীবনের ছোঁয়ায় 'আভড়াপুণেই'র জৌলুস বা আচার অনেকটা ফিকে। এটাই দুঃখের হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত এই উৎসব।

বিশ্নোই গ্যাংয়ের প্রত্যার্পণ নিয়ে জবাব দেয়নি কানাডা

জানাল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুর পর থেকেই আবার চর্চায় উঠে এসেছে লরেন্স বিশ্নোইয়ের গ্যাং। এই বিশ্নোই গ্যাংয়ের একাধিক সদস্য বর্তমানে কানাডায় রয়েছেন। তাঁদের ভারতে নিয়ে আসার জন্য কানাডা সরকারের কাছে একাধিক বার অনুমতি চেয়েছিল ভারত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কানাডা থেকে কোনও জবাব মেলেনি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, কয়েক বছর আগেই বিশ্নোই গ্যাংয়ের সদস্যদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল কানাডাকে। সম্প্রতি আরও এক বার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও জবাব মেলেনি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে গুরজিৎ সিং, গুরজিন্দর সিং, অর্শদীপ সিং গিল, লখবীর সিং লান্ডা এবং গুরপ্রীত সিংকে ভারতে হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। জানানো হয়েছিল, এই তালিকায় বিশ্নোই গ্যাংয়ের সদস্যেরাও রয়েছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে রণধীর বলেন, 'আমরা বিশ্নোই গ্যাংয়ের বিষয়ে কানাডাকে জানিয়েছিলাম। তাঁদের প্রাথমিক ভাবে গ্রেপ্তার করে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম। কয়েক বছর আগেও অনুরোধ করা হয়েছিল, সম্প্রতি আবারও করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও জবাব আসেনি।'

ঘটনাচক্রে যে সময়ে বিদেশ মন্ত্রক এই বিবৃতি দিল, তখন কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কে দৃশ্যত তিক্ততা এসেছে। কানাডা সরকার অভিযোগ করেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ভারত। কিন্তু বুধবার সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান, এই বিষয়ে তাঁদের কাছে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। আছে কেবল গোয়েন্দা-তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত কিছু ধারণা। আর সেই সব সম্ভাবনার কথাই নয়াদিল্লিকে জানানো হয়েছে বলে দাবি করেন ট্রুডো। তবে বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, নিজ্জর খুন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও প্রমাণ বা নথি ভারতকে দেয়নি কানাডা।

বিহারে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত বেড়ে ২৭

নীতীশ সরকারকে দুষলেন বিরোধীরা

পাটনা, ১৭ অক্টোবর: বিহারে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যু হল ২৭ জনের। অথচ সে রাজ্যে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ। বৃহস্পতিবার বিহারের সিওয়ান এবং সারনের একাধিক জায়গায় বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই নীতীশ সরকারকে দুষেছেন বিরোধীরা।

এই ঘটনার পরেই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, বৈঠকে আবগারি বিভাগের সচিবকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনায় দ্রুত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'বিহারে সরকারি ভাবে মদের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তা সত্ত্বেও বিষাক্ত মদের কারণে ২৭ জনের মৃত্যু হল। কেউ কেউ দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছেন। নামেই মদ নিষিদ্ধ। আসলে শাসক দল, নেতা, পুলিশ ও মাফিয়াদের যোগসাজশে প্রতিটি চত্বরে, মোড়ে মোড়ে মদ পাওয়া যায়।'

তেজস্বীর আরও দাবি, এত জনের মৃত্যু হলেও কোনও রকম শোকপ্রকাশ করেননি নীতীশ। সে নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষের তীর জেডিইউয়ের দিকে। তবে সুর নরম বিজেপির। বিজেপি নেতা নীতিন নবীন বলেছেন, 'ঘটনায় জড়িত সকলকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে মুখ্যমন্ত্রী মদ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি এই ঘটনাতেও দ্রুত পদক্ষেপ করবেন।'

ইসলামাবাদের ভারতীয় দূতাবাস চত্বরে বৃক্ষরোপণ করলেন জয়শংকর

ইসলামাবাদ, ১৭ অক্টোবর: এসসিও সামিটে যোগ দিতে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর দিক বিশেষ নজর সকলের। পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকেই কী বার্তা দেন তিনি তা নিয়ে উদগ্রীব ছিল ওয়াকিবহাল মহল। তবে সম্মেলনের সকালে হালকা মেজাজে ধরা দেন জয়শংকর। ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে যাওয়ার পাশাপাশি ইসলামাবাদের ভারতীয় দূতাবাস চত্বরে বৃক্ষরোপণও করেন তিনি।

গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় এসসিও সামিট। প্রথামাফিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সব সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরই আমন্ত্রণ জানান। গত অগস্ট মাসে আমন্ত্রণপত্র আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও। কিন্তু দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, মোদি কি এই সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তান যাবেন? নানা জল্পনার পর অবশেষে বিবৃতি দিয়ে বিদেশমন্ত্রক জানায় এসসিও সামিটে যোগ দিতে পাকিস্তানে যাবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকালে ইসলামাবাদে পৌঁছন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। বুধবার সকালে ইসলামাবাদের ভারতীয় দূতাবাস চত্বরে অন্যান্য কূটনীতিকদের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে যান জয়শংকর। তার পর সেখানকার বাগানের একটি জায়গায় অর্জুন গাছের চারা লাগান তিনি।

নিজেই প্রাতঃভ্রমণ ও চারা লাগানোর ছবি এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন জয়শংকর। তিনি লেখেন, ভারতীয় হাই কমিশন চত্বরে আমরা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। একটি অর্জুন গাছের চারাও লাগান হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৯ বছর পর পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখলেন ভারতের কোনও বিদেশমন্ত্রী। এর আগে সুষমা স্বরাজ বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৫ সালে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তার পর থেকে দুদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বলতে সেভাবে কিছুই নেই। তবে মঙ্গলবার রাতে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজের আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন জয়শংকর।

দক্ষিণ লেবাননে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে রয়েছে ৯০০ ভারতীয় জওয়ান

জেরুজালেম, ১৭ অক্টোবর: গাজার পাশাপাশি এবার ইজরায়েলের রক্তচক্ষুর নজরে পড়েছে লেবানন। দক্ষিণ লেবাননে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী তথা ইউনিফিল মোতায়েন রয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৯০০ ভারতীয় জওয়ানও রয়েছেন। ইজরায়েলি ফৌজ বার বার হামলা চালানোর পরও সেই বাহিনী সরাতে নারাজ রাষ্ট্রসংঘ। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ।

লেবানন-ইজরায়েল সীমান্তে ১২০ কিমি এলাকায় অবস্থান করছে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। ইজরায়েলি সেনা ইতিমধ্যেই ইউনিফিলের সদর দপ্তরে হামলা করেছে। আর এরপরই সেখানে মোতায়েন ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে নয়াদিল্লির উদ্বেগ আরও বেড়েছে। সেখানে আটকে থাকা ভারতীয় সেনা অফিসার ও জওয়ানদের উদ্ধার করতে পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র।

প্রসঙ্গত, ইরান মদতপুষ্ট হেজবোল্লাকে নিকেশ করতে লেবাননে হামলার ঝাঁজ ক্রমেই বাড়াচ্ছে ইজরায়েল। হেজবোল্লার ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত লেবাননের রাজধানী বেইরুট, দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলগুলি। ইরানের সঙ্গে সংঘাত শুরু হওয়ার পর মূলত এই অঞ্চলগুলিতেই হামলা করে ইজরায়েল। যেভাবে গাজায় একের পর এক হামাস নেতাকে খতম করেছে ইজরায়েল ঠিক সেভাবেই অভিযান চলছে লেবাননে। হেজবোল্লার প্রধান হাসান নাসরাল্লাকে নিকেশ করেই থেমে নেই তেল আভিভ।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেন যে ইজরায়েলি সেনা হেজবোল্লার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নেতাকেও শেষ করেছে।

আবার বোমাতঙ্ক দুই বিমানে! জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: আবারও বোমাতঙ্ক ছড়াল দুই বিমানে। বৃহস্পতিবার ইন্ডিগো এবং বিসতারার বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। এই নিয়ে টানা চার দিন ধরে বেশ কয়েকটি বিমানে বোমাতঙ্কের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বুধবারই বিষয়টি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নায়ডু। কিন্তু তার পরেও বৃহস্পতিবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

জানা গিয়েছে, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে মুম্বইয়ে আসছিল বিসতারার একটি বিমান। বুধবার স্থানীয় সময় রাত ৮টা ২০ মিনিটে ১৪৭ জন যাত্রীকে নিয়ে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি। কিন্তু মুম্বইয়ের কিছুটা দূরেই বৃহস্পতিবার বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সমাজমাধ্যমে সেই হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই বিমানটিকে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করানো হয়।

বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়, ইউকে ০২৮ বিমানটিকে ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে নামানো হয়। তার পর যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে বিমানটিতে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলেই সূত্রের খবর। অন্য দিকে, ইন্ডিগোর একটি বিমান তুরস্ক থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়। সেই বিমানেও বোমাতঙ্ক ছড়ায় বৃহস্পতিবার। যদিও বিমানো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গিয়েছে কি না, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি। তবে যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে বিমানে তল্লাশি করা হয়। সোমবার থেকে লাগাতার ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, আকাসা এবং এয়ার ইন্ডিয়ার ১২টিরও বেশি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁওয়ের এক কিশোরকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে মুম্বই পুলিশ। পাশাপাশি, এই আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য সন্দেহজনক আরও কয়েক জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর।

অসমে লাইনচ্যুত লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের ৮টি কামরা

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর: ফের রেল দুর্ঘটনা। এবার অসমে লাইনচ্যুত লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার ধাক্কায় ৮টি কামরা বেলাইন হয়ে গিয়েছে ট্রেনটির। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগরতলা থেকে মুম্বইগামী লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস (এলএমটি) দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বৃহস্পতিবার বিকালে হাফলংয়ের কাছে ট্রেনটির পাওয়ার কার, ইঞ্জিন-সহ ৮টি কামরা লাইনচ্যুত হয়।

উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা একটি সর্বভারতীয় সংস্থাকে জানান, 'লামডিং থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে দিবালং এলাকায় ট্রেনটি বেলাইন হয়ে যায়। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।'

এই ঘটনার পর লামডিং থেকে মেডিক্যাল দল পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের অন্য ট্রেনে করে গন্তব্যে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটিকে সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রেলের তরফ থেকে দুটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। সেগুলি হল- ০৩৬৭৪ ২৬৩১২০, ০৩৬৭৪ ২৬৩১২৬।

ভোপাল জুনিয়র অডিটরের বাংলো থেকে উদ্ধার টাকা, গয়না

ভোপাল, ১৭ অক্টোবর: আবারও শিরোনামে ভোপাল। আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে এ বার ওই শহরেই রাজ্য সরকারের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের এক জুনিয়র অডিটরের বাংলোয় হানা দিয়েছিল লোকায়ুক্তের বিশেষ দল। সেই তল্লাশি অভিযানেই রমেশ হিঙ্গোরানি নামে ওই অডিটরের বাংলো থেকে নগদ লক্ষ লক্ষ টাকা এবং গয়না উদ্ধার হয়। এ ছাড়াও কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির নথিও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

হিঙ্গোরানির বিরুদ্ধে আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ দায়ের হয়। তার পর বুধবার তাঁর বাংলো-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযানে যায় লোকায়ুক্তের বিশেষ দল। সূত্রের খবর, ওই আধিকারিকের বাড়ি থেকে ৭০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং ৫৫ লক্ষ টাকার রুপোর গয়না উদ্ধার হয়। এ ছাড়াও হিঙ্গোরানির আরও ছ'টি আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে নগদ ১৩ লক্ষ টাকা এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির নথিও উদ্ধার করা হয়।

ছ'টি দলে ভাগ হয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। যে ছ'টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় তার মধ্যে রয়েছে হিঙ্গোরানির বাংলো। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর পুত্রের দু'টি স্কুল এবং অফিস। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হিঙ্গোরানির লদণনগরের বাংলো থেকে সোনা, রুপো গয়না এবং নগদ টাকা ছাড়াও চারটি দামি গাড়ি, পাঁচটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শুধু হিঙ্গোরানি নয়, তাঁর দুই পুত্র যোগেশ এবং নীলেশের বিরুদ্ধেও জবরদখল করে সরকারি জমি বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে। তদন্তকারী সূত্রে খবর, বুধবার রাতে আচমকা অভিযান চালানো হয়। বৃহস্পতিবারও সেই অভিযান চলছে। হিঙ্গোরানির মোট কত সম্পত্তি, এখনও তার চূড়ান্ত হিসাব হয়নি।

এআই নির্ভর ফেবি ডট এআই

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: ভারতে প্রথমবার এআই নির্ভর স্বয়ংনির্ভর অ্যাকাউন্টিং ও ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স-ফেবি ডট এআই বাজারে আসল। লুমিস পার্টনারস ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছে। এই বিশেষজ্ঞ দলের মধ্যে রয়েছেন জেপি মর্গানের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর-পেমেন্টস-এর বীরেন্দ্র রানা, লেন্সকার্টের কো-ফাউন্ডার অমিত চৌধুরি, আইএএন-এর কো-ফাউন্ডার পদ্মজা রূপারেল, ক্যাশকারোর কো-ফাউন্ডার রোহণ ভার্গব, ফিনো পেমেন্টস ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান রজত জৈন এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা। এআই নির্ভর হওয়ার ফলে ফেবি ডট এআই ম্যানুয়েল ডাটা এন্ট্রি একেবারে বন্ধ করে দিতে চলেছে। এরফলে হিসেব নিকেশের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি যেমন কম হবে, তেমনই নানারকম ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে।

ত্রিপুরায় হেপাজত থেকে মুক্তির পর যুবকের মৃত্যু

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ২৪ ঘণ্টা হেপাজতে থাকার পর বাড়ি ফিরতেই মৃত্যু হল যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে। ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচ পুলিশকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ অক্টোবর। একটি গুদাম থেকে রবার শিট চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ওই যুবক। স্থানীয়েরাই তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অবশ্য পরদিনই মুক্তি পেয়ে যান তিনি। তবে, বাড়ি ফেরার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

আটক ৫ পুলিশকর্মী

বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়। হেপাজতে থাকাকালীন নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। দুই কনস্টেবল এবং তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাব্রুমের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার জানিয়েছেন, নিহত যুবকের পরিবারের অভিযোগ, হেপাজতে নিয়ে ওই যুবকের উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ পুলিশকর্মীকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয়েরা ওই পুলিশকর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। মানুবাজারের কাছে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধও করা হয়।

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা শাখা (১৭৮৯৯)
৩এ/ ৪৪ এক্স, চতুর্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, তারাতলা, কোল-৭০০০৫৩। ই-মেইল- sbi.17899@sbi.co.in
সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম সহ ঠিকানা	স্থত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী অ্যাগনেস শর্মিষ্ঠা দাস স্বামী- সুকান্ত দাস** নলিনী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং-৭, তৃতীয় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ২৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, পোস্ট- জোকা, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০১০৪। **এছাড়াও এখানে-** হাউস নং ৩, ১ম লেন, সত্যেন পার্ক, রেল লাইন বাজার, পোস্ট- জোকা, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০১০৪।	**তফসিল 'সি' (প্রথম অংশ)** বই-আই, ভলিউম নম্বর ১৬০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ২০৫১০৪ থেকে ২০৫১৩৬ পর্যন্ত , ২০২৩ সালের বিয়িং নং ১৬০৩০৭১৮৪, ডি.এস.আর.-৩ , দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত । **(অংশ-২) উপরে উল্লিখিত প্রথম তফসিল (উক্ত প্রেমিসেস)** **স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী অ্যাগনেস শর্মিষ্ঠা দাস** কোনও লিফট সুবিধা ছাড়াই **"নলিনি"** নামে একটি গ্রাউন্ড প্লাস চার তলা বিল্ডিং সহ ৩(তিন) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস দাগ নং ২৫৯১, আর.এস.খতিয়ান নং. ২০০২ , মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং. ৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, (পূর্বে পৌর প্রেমিসেস নং. ২৮, মহাত্মা গান্ধী রোড), পোস্ট অফিস- জোকা, থানা- ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০১০৪এ অবস্থিত এবং অবস্থান করছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১৪৩-এ, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, বেহালা, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-২, আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **যা চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** মহাত্মা গান্ধী রোড দ্বারা; **দক্ষিণে-** আরএস দাগ নং -২৫৯১ এর একটি অংশ দ্বারা; **পূর্বে-** শ্রী ভূষণ নস্করের জমি; **পশ্চিমে-** শ্রী প্রসেনজিৎ দে-এর জমি বা অন্যদের, এখন বা আছে বা আগে ছিল বা ছিল বা পরিবেষ্টিত, বলা, পরিচিত, সংখ্যাযুক্ত, বর্ণিত এবং বিশিষ্ট। **উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় তফসিল (উক্ত ফ্ল্যাট)** **"নলিনী"** নামে গ্রাউন্ডে প্লাস চার তলা উল্লিখিত বিল্ডিং এর তৃতীয় ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকে মোজাইক ফ্লোরিং সমন্বিত, কমবেশি ৮০০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট নং '৭' -এর সকল, যার মধ্যে রয়েছে ২(দুই)টি বেড রুম, ১(এক) লিভিং/ডাইনিং, ১(এক) রান্নাঘর, ১(এক) টয়লেট, ১(এক) ডব্লিউ.সি. ১ (এক) বারান্দা এবং যা পৌর প্রেমিসেস নং ৮, মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত। (পূর্বে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং. ২৮, মহাত্মা গান্ধী রোড), পোস্ট অফিস-জোকা, থানা- ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা- ৭০০১০৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং. ১৪৩ অ্যাসেসি নং. ৭১-১৪৩-১৪-২২৯৪-৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সেইসঙ্গে উল্লিখিত প্রেমিসেসের সাথে সংযুক্ত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলির সাথে জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ।	**সেকশন ১৩(২) -এর অধীন নোটিশের তারিখ** ০৭/১০/২০২৪ **এনপিএ-র তারিখ** ০৩/১০/২০২৪	**হাউস বিল্ডিং লোন- এ/সি নং- ৪১৭৮৬৮৬৫০৮৯ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪১৭৮৭২৬২৫২৪ ২৩,৯০,৯৬৩/- টাকা** (তেইশ লক্ষ নব্বই হাজার নয়শো তেষট্টি টাকা মাত্র) ০৭/১০/২০২৪ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধের জন্যও দায়বদ্ধ থাকবেন খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) -এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ১৮.১০.২০২৪
স্থান: বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

‘পিচ বুঝতেই পারিনি’

৪৬ অল আউটের লজ্জার পর স্বীকারোক্তি রোহিতের, দোষ চাপালেন বিরাটদের ঘাড়েও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গালুরুতে ঘরের মাঠে নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে ৪৬ রানে শেষ হয়ে গিয়েছে ভারতের ইনিংস। কিউয়ি পেসারদের বল বুঝতেই পারেননি ভারতের ব্যাটারেরা। প্রশ্ন উঠছে টসে জিতে রোহিত শর্মার ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে। দ্বিতীয় দিনের খেলার পর রোহিত স্বীকার করে নিলেন, তিনি পিচ বুঝতেই পারেননি। দোষ চাপিয়েছেন কিছু সতীর্থের ঘাড়েও।

অতীতে বার বার টসে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রোহিতের বিরুদ্ধে। তার ফলও ভোগ করতে হয়েছে ভারতকে। তবে আগে এ ভাবে রোহিতকে কখনোই ভুল স্বীকার করতে দেখা যায়নি। দিনের খেলা শেষের পর সাধারণত অন্য কোনও ক্রিকেটারেরাই সাংবাদিক বৈঠকে আসেন। এ দিন অধিনায়ক রোহিত নিজেই চলে এসেছিলেন। সেখানে যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি।

রোহিত বলেছেন, তএই পিচে পেসারেরা সাহায্য পেয়েছে। আমরা বুঝতে পারিনি সেটা হতে পারে। ভেবেছিলাম প্রথম সেশনের পরে পেসারেরা সাহায্য পাবে না। পিচে ঘাসও ছিল না বেশি। তাতেও আমরা মাত্র ৪৬ রানে আউট হয়ে গিয়েছি। তাই শট নির্বাচন যে ঠিক ছিল না এটা বোঝাই যাচ্ছে। খুব খারাপ একটা দিন গেল। অনেক সময় কিছু একটা করার ইচ্ছা থাকলেও আপনি করতে পারেন না। আজ সে রকমই একটা দিন।দ

এর পরেই রোহিত জানিয়েছেন, তাঁর আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। বলেছেন, তআমিই প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা পিচ বুঝতে ভুল হয়েছে। ভেবেছিলাম পাটা উইকেট হবে। ভাল করে পিচ পড়তে পারিনি।দ একই সঙ্গে বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার মতো মন্তব্য করেছেন, তঅধিনায়ক হিসাবে ৪৬ রানের স্কোরটা দেখতেও খারাপ লাগছে। কারণ টসে আমিই গিয়েছিলাম। তবে বছরে একবার-দু’বার খারাপ সিদ্ধান্ত নিলে এত চাপে পড়ার কিছু নেই।দ

শুভমন গিল চোটে ছিটকে যাওয়ায় তিন নম্বর স্থানে কে নামবেন তা নিয়ে জল্পনা ছিল। সেখানে পাঠানো হয় বিরাট কোহলিকে। দীর্ঘ আট বছর পর টেস্টে তিনে খেললেন তিনি। সেই জায়গায় কি কেএল রাহুল বা সরফরাজ খানকে আনা যেত না?

প্রশ্ন শুনে রোহিতের জবাব, তআমরা কেএলের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া করতে চাই না। ছ’নম্বরে ও থিতু হয়ে গিয়েছে। তাই ওকে ওখানেই খেলানো উচিত। একই কথা সরফরাজের ক্ষেত্রেও বলব। যে পজিশনে ও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে সেখানেই খেলাতে চেয়েছিলাম। কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওর কাছে নতুন। তাই বিরাটই এগিয়ে এসে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিল। আমাদের আলোচনা হয়েছিল। বিরাট কোনও আপত্তি করেনি। সতীর্থেরা এ ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছে দেখে ভাল লেগেছে।

শুক্রবার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচ খেলতে নামবেন অভিমন্যু, বাংলার চিন্তা ঋদ্ধি, মুকেশকে নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলার প্রতিপক্ষ বিহার। খাতায় কলমে বিহারের থেকে অনেকটাই এগিয়ে বাংলা। দল নির্বাচন থেকেই বিহারে সমস্যা। হাই কোর্টের মাধ্যমে দল নির্বাচন করা হয়েছিল। সেই বিহারের বিরুদ্ধে কল্যাণীতে খেলতে নামছে বাংলা। শুক্রবার মাঠে নামার আগে প্রতিপক্ষ নয়, বাংলার চিন্তা নিজের দল নিয়েই। কারণ ঋদ্ধিমান সাহা এবং মুকেশ কুমার খেলতে পারবেন না। মাইলফলকের সামনে অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচ খেলতে নামবেন অভিমন্যু। ৯৯টি ম্যাচে ৭৬৩৮ রান করেছেন। যদিও এখনও ভারতীয় দলের দরজা খোলেনি তাঁর জন্য। শোনা যাচ্ছিল নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে দলে ডাক পেতে পারেন। সেটাও হয়নি। যদিও সেটা নিয়ে ক্ষোভ নেই অভিমন্যুর। তিনি বলেন, তআমি দেশের হয়ে খেলে ম্যাচ জেতাতে চাই, কিন্তু দলে ডাক পাওয়াটা তো আমার হাতে নেই। তাই আমি সেটা নিয়ে ভাবি না। সুযোগের অপেক্ষা করতে পারি শুধু। আর চেষ্টা করে যেতে পারি আরও উন্নতি করার।দ

ভারতীয় দলে এর আগে ডাক পেয়েছেন অভিমন্যু। তবে কখনও প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি। তিনি বলেন, তদলে সুযোগ না পেলে মন খারাপ তো লাগে। কখনও মনে হয় খেলা ছেড়ে দিই। কিন্তু সেই সঙ্গে মাথায় এটাও আসে যে, আমি ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলেছি বলেই তো ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছিলাম। খেলার সুযোগ পাইনি বলে তো সেটা বদলে যাবে না। আমি এখন সব সময় নিজেকে তৈরি রাখি। খেলার সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।

বাংলার চিন্তা দুই জায়গায়। ঋদ্ধির চোট। তাঁর পিঠে ব্যথা। গত ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে শেষ দিন ফিল্ডিং করেননি। তাঁকে বিহারের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। ঋদ্ধির জায়গায় খেলার জন্য তৈরি হচ্ছেন অভিলীন ঘোষ। বাংলার হয়ে তাঁর অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা। বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে মুকেশকে। টানা খেলার জন্য তাঁর ক্লান্তি রয়েছে। মুকেশের জায়গায় বিহারের বিরুদ্ধে খেলানো হতে পারে ঋষভ বিবেক অথবা রোহিত কুমারকে। এই দু’জন বাদ দিয়ে আগের ম্যাচের ন’জনকেই খেলানো হতে পারে।

অস্ত্রোপচারের জায়গায় চোট, মাঠ ছাড়লেন পন্থ, কেমন আছেন জানালেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টির কারণে বুধবার খেলা হয়নি। বৃহস্পতিবার ব্যাট করতে নেমে প্রথমে ব্যাটিং বিপর্যয় হয় ভারতের। দিনের শেষে সমস্যা বাড়ল রোহিত শর্মাদের। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ঋষভ পন্থকে। তাঁর ডান হাঁটুতে চোট লাগে। রোহিত জানিয়েছেন, পন্থের হাঁটু ফুলে আছে।

২০২২ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন পন্থ। সেই সময় তাঁর হাঁটুতে লেগেছিল। বৃহস্পতিবার বল লাগল হাঁটুতে। তার পরেই মাটিতে শুয়ে পড়েন ভারতীয় উইকেটরক্ষক। ফিজিয়ো এসে শুশ্রূষা করেন। পরে মাঠ ছাড়েন পন্থ। তাঁর জায়গায় উইকেটরক্ষক হিসাবে নামেন ধ্রুব জুরেল। দিনের শেষে রোহিত বলেন, তবলটা সোজা গিয়ে লাগে পন্থের হাঁটুতে। যে পায়ে পন্থের অস্ত্রোপচার হয়েছিল, সেখানে লাগে। এটা দুর্ভাগ্যের। ওর হাঁটু ফুলে রয়েছে। ওই জায়গার পেশি খুব নমনীয় হয়। সেই কারণেই আমরা ঝুঁকি নিতে চাইনি। যে হেতু ওই পায়ে পন্থের চোট ছিল, সেই কারণে ও নিজেও ঝুঁকি নিতে চায়নি। সেই কারণেই পন্থ মাঠ ছেড়ে উঠে যায়। আশা করছি রাতের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে ও। শুক্রবার আবার খেলতে পারবে এই আশা রাখছি।দ

২০২২ সালের গাড়ি দুর্ঘটনার পর ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন পন্থ। এই বছর মাঠে ফিরেছেন তিনি। প্রথমে আইপিএল তার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেন পন্থ। তার পর টেস্টেও ফেরেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু’টি টেস্ট খেলেছিলেন। শতরানও করেছিলেন। নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে অস্ত্রোপচার হওয়া হাঁটুতে লাগায় চিন্তায় ভারতীয় দল। তবে এই ম্যাচে তাঁকে পাওয়ার আশা রাখছেন রোহিত।

শূন্যের রেকর্ড, ধারাবাহিকতার ধারেকাছে নেই বিরাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট কোহলি মানেই ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের কাছে সচিন তেন্ডুলকরের উত্তরসূরি। ভারতীয় ক্রিকেটে রাজার আসনে বসেছিলেন বিরাট। সমর্থকেরা নাম দিয়েছিলেন ‘কিং কোহলি’। বিরাট-রাজের সেই শাসন কি শেষ হচ্ছে?

ধারাবাহিকতার অভাব এই বছর এখনও পর্যন্ত টেস্টে অর্ধশতরান নেই বিরাটের ব্যাটে। শেষ শতরানটি এসেছিল গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরানের পর টেস্টে তিন অঙ্কে পৌঁছতে বিরাটের লেগেছিল চার বছর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আমদাবাদে ১৮৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। কিন্তু মাঝের চার বছরে তাঁর তিন প্রতিপক্ষের (স্টিভ স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন এবং জো রুট) থেকে শতরানের সংখ্যায় হোক বা মোট রানে পিছিয়ে পড়েছেন বিরাট। কখনও বড় ইনিংস খেলে ম্যাচ জেতালেও, আগের মতো ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছেন না বিরাট। যে কারণে তরুণ হাসান মেহমুদ বা ও’রুরকির মতো তরুণ বোলারেরাও বিরাটকে আউট করছেন।

শূন্যের রেকর্ড বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৮তম বার শূন্য রানে আউট হলেন বিরাট। এখনকার ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বাধিক। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে তাঁর থেকে বেশি বার শূন্য রানে আউট আর কেউ হননি। জাহির খান (৪৩) এবং ইশান্ত শর্মা (৪০) তাঁর থেকে এগিয়ে থাকলেও দু’জনেই বোলার। এই লজ্জার রেকর্ডের কথা জানলে বিরাটের রাতে ঘুম আসা কঠিন। বাংলার রঞ্জিজয়ী অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, তএই তালিকায় বিরাটের নাম আসাটা দুর্ভাগ্যজনক। বিরাট বড় ব্যাটার, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রচুর রান করেছে। ৩৮টা শূন্য করেছে বলে ৮০টা শতরান তো ভোলা যাবে না। এই ধরনের রেকর্ডে বড় ব্যাটারদের নাম মাঝে মাঝে চলে আসে।দ

পড়ছে গড় কিছু দিন আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৭ হাজার রানের মাইলফলক পার করেছেন বিরাট। টেস্টে ৯ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে আর মাত্র ৫৩ রান প্রয়োজন তাঁর। এক দিনের ক্রিকেটে আর ৯৪ রান করলেই ছুঁয়ে ফেলবেন ১৪ হাজার রানের মাইলফলক। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অবসর নিয়েছেন ৪১৮৮ রান করে। কিন্তু এক সময় সব ধরনের ক্রিকেটে বিরাটের গড় ছিল ৫০-এর উপরে কখনও কখনও তা ৬০-এর কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে টেস্টে বিরাটের গড় ৪৮.৮৯। ২০১৯-এর নভেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরানের পর থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র দু’টি শতরান করেছেন। ক্রমশ কমছে বিরাটের গড়। তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার, সমর্থকদের চাহিদাও তাই আকাশ ছোঁয়া। কিন্তু বিরাট কি সেই আশা পূরণ করতে পারছেন?

নেটেও নাস্তানাবুদ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ়ের মাঝে নেটে বিরাটকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন যশপ্রীত বুমরা। কানপুরে নেটে পেসারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করছিলেন বিরাট। সেই সময় বুমরা তাঁকে ১০টি বল করেন। তার মধ্যে চার বার আউট হন বিরাট। এক বার তাঁকে এলবিডব্লিউ করেন বুমরা। দু’বার তাঁর ব্যাটে লেগে বল স্লিপের দিকে যায়। এক বার শর্ট লেগে ক্যাচ দেন তিনি। চার বারই বিরাট স্বীকার করে নেন যে তিনি আউট হতেন।

পেসারদের বিরুদ্ধে বার বার সমস্যায় পেসারদের বিরুদ্ধে ম্যাচেও সমস্যায় পড়ছেন বিরাট। বৃহস্পতিবার তাঁকে আউট করলেন উইলিয়াম ও’রুরকি। বেঙ্গালুরুকে বিরাটের ঘরের মাঠ বলাই যায়। আইপিএলে বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে খেলেন তিনি।

পাশাপাশি দুই প্রধানের মহড়ায় বাধা আকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবারের যুবভারতী এক অসাধারণ দৃশ্যের সাক্ষী থাকল। অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত দু’টি মাঠের মাঝখানে মোটা কালো পর্দা লাগানো। দু’দিকে প্রস্তুতি চলছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের মহড়ায় বাধ সাধল প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাত।

শনিবার আইএসএল-এর প্রথম ডার্বি। এ দিন দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসদের সারাক্ষণ তাতিয়ে গেলেন লাল-হলুদের সহকারী কোচ দিমাস দেলগাডো। লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য খুশির খবর, দিমিত্রিয়স এবং মহম্মদ রকিপ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খেলবেন নিশু কুমারও। দুই সাইডব্যাক নিশু-রকিপ যদি সমর্থকদের স্বস্তি দেন, অস্বস্তি থাকবে মহেশ সিংহের অনুপস্থিতি নিয়ে। শোনা যাচ্ছে, সোমবার পায়ের পেশিতে তাঁর টান লেগেছিল, তা এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ অস্কার ব্রুজ়ো এখনও ভারতে আসার ভিসা পাননি। ডার্বির আগে চলে এলেও গ্যালারি থেকেই খেলা দেখবেন।

এ দিকে, আলবের্তো রদ্রিগেস বল পায়ে মাঠে নামলেও ডার্বিতে তাঁর খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। বৃষ্টিরকারণে মাত্র পঁচিশ মিনিট অনুশীলন হয়। মাঠ ছাড়ার সময়ে মলিনা জানান, তিনি আলবের্তোকে নিয়ে আশাবাদী।

বুধবার আইএসএলের বাকি পর্বের সূচি প্রকাশিত হল।

কোচ, ক্রিকেট ডিরেক্টরের নাম জানিয়ে দিল দিল্লি ক্যাপিটালস, সৌরভের জন্য আলাদা পদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসে কি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থাকছেন? থাকলে তিনি কোন ভূমিকায় থাকবেন? আইপিএল নিলামের আগে তৈরি হয়েছে জল্পনা। বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের নতুন কোচ হিসাবে হেমাঙ্গ বাদানির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ক্রিকেট ডিরেক্টর হয়েছেন আর এক প্রাক্তন বেণুগোপাল রাও। এত দিন ক্রিকেট ডিরেক্টর ছিলেন সৌরভ। তা হলে তিনি কি আর দিল্লি ক্যাপিটালসে থাকছেন না, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

সৌরভকে নিয়ে জল্পনার নেপথ্যে একটি নতুন ঘোষণা। দিল্লি ক্যাপিটালস যৌথ ভাবে চালায় দু’টি সংস্থা; জেএমআর গোষ্ঠী এবং জেএসডব্লিউ গোষ্ঠী। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী দু’বছর অন্তর অন্তর দায়িত্ব বদল হবে। আগামী দু’টি মরসুম ছেলেদের ক্রিকেট লিগ, অর্থাৎ আইপিএলের দল দেখাশোনা করবে জেএমআর। পাশাপাশি দুবাইয়ের দলটিও তারা দেখবে। মেয়েদের দল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা লিগের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের দায়িত্বে থাকবে জেএসডব্লিউ। দু’বছর অন্তর দুই গোষ্ঠীর দায়িত্ব অদলবদল হবে।

সৌরভকে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ক্রিকেট বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি আগামী দু’বছর মহিলা দল এবং প্রিটোরিয়া দলের দেখাশোনা করবেন। যে হেতু এ বার ছেলেদের দলের দায়িত্বে জিএমআর, তাই আইপিএলে সৌরভ থাকছেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে সূত্রের খবর, সৌরভ আইপিএলের নিলামে থাকবেন। দুই সংস্থার মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী, নিলাম, ক্রিকেটার ছাড়া বা ধরে রাখার মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রে দুই গোষ্ঠীর কর্তারা মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। তাই সৌরভের আইপিএল নিলামে থাকতে কোনও বাধা নেই।

জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের প্রতিষ্ঠাতা পার্থ জিন্দল বলেছেন, তজেএসডব্লিউ স্পোর্টসে বরাবর দাদার একটা আলাদা জায়গা রয়েছে। আমাদের কাছে উনি আগে পরিবারের মতো। তার পরে ক্রিকেটার। অতীতেও এই কথা বলেছি। এখনও তাই বলছি। ক্রিকেটের অন্যতম সেরা মস্তিষ্ক ওঁর। ওঁর পরামর্শ এবং বুদ্ধি আমাদের অনেক কাজে লাগবে। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসে ক্রিকেট বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওঁকে।দ

সৌরভ আইপিএল নিয়ে কিছু বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন, জেএসডব্লিউ গোষ্ঠী এবং জিন্দল পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি আপ্লুত।

ডার্বিতে ১১ বনাম ১১ লড়াইয়ে এগিয়ে সবুজ-মেরুনই

নিজস্ব প্রতিবেদন: অতীতে আইএসএলে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রায় প্রতি বারই এগিয়ে রাখা হয়েছে সবুজ-মেরুনকে। কখনও খারাপ দল, কখনও কোচ, কখনও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে থেকেছে লাল-হলুদ। এ বারের আইএসএলের প্রথম ডার্বি ১৯ অক্টোবর। ফর্মের বিচারে মোহনবাগান খুব একটা ভাল জায়গায় নেই। চিরশত্রুকে এ বার চেপে ধরতেই পারত ইস্টবেঙ্গল। তবে তাদের অবস্থা আরও খারাপ।

চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে লিগে মোহনবাগান রয়েছে চার নম্বরে। এখনও পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচে হারা ইস্টবেঙ্গল সবার শেষে। ভঙ্গুর হায়দরাবাদ দলও যেখানে একটি ম্যাচে ড্র করেছে, সেখানে ইস্টবেঙ্গল একটিও পয়েন্ট পায়নি। প্রচুর অর্থব্যয়ে গড়া দলের হাল শোচনীয়। আগামী শনিবার ডার্বিতে কি তারা মোহনবাগানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? মাঠে দু’দলের ১১ জন ফুটবলারকে ধরলে কোন কোন জায়গায় এগিয়ে থাকবে মোহনবাগান? কোথায় এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল? আলোচনায় আনন্দবাজার অনলাইন।

ধরে নেওয়া যাক দুই দলই ৪-৪-২ ছকে খেলবে। মোহনবাগানের প্রথম একাদশ হতে পারে এ রকম বিশাল কাইথ, আশিস রাই, টম অলড্রেড, আলবের্তো রদ্রিগেস, শুভাশিস বসু, গ্রেগ স্টুয়ার্ট, অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংহ বং জেমি ম্যাকলারেন। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম একাদশে থাকবেন প্রভসুখন গিল, প্রভাত লাকরা, আনোয়ার আলি, হেক্টর ইয়ুস্তে, লালচুংনুঙ্গা, সাউল ক্রেসপো, মাদিহ তালাল, শৌভিক চক্রবর্তী, নন্দকুমার, নাওরেম মহেশ এবং ক্লেটন সিলভা।

যে কোনও দিন বিশাল এগিয়ে থাকবেন প্রভসুখনের থেকে। ইদানীং খুবই খারাপ ফর্ম যাচ্ছে প্রভসুখনের। দু’কোটি টাকা ব্যয়ে তাঁকে কেরল থেকে আনার পর প্রথম মরসুমে খারাপ খেলেননি। তবে এই মরসুমে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগের ম্যাচে বসিয়ে দিতে হয়েছে। অন্য দিকে, ডুরান্ড কাপ থেকে ছন্দে রয়েছেন বিশাল। প্রতি ম্যাচেই একাধিক গোল বাঁচাচ্ছেন। রক্ষণের ব্যর্থতা রুখে দিচ্ছেন।

এখানেও এগিয়ে মোহনবাগান। লালচুংনুঙ্গার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ডার্বিতে জ্বলে উঠতে না পারলে লিস্টনের কাছে পরাজিত হবেন। লিস্টনের কাট করে ভেতরে ঢুকে পড়ার প্রবণতা আটকাতেই হবে তাঁকে।

মনবীর সিংহ বনাম আনোয়ার আলি গত মরসুমে দু’জনে একসঙ্গে খেলেছেন। তা ছাড়া মনবীরও সাম্প্রতিক কালে ফর্মে নেই। এই জায়গায় এগিয়ে থাকবেন ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার। কারণ পুরনো সতীর্থ হওয়ায় মনবীরের খেলার ধরন তিনি ভালই জানেন।

জেমি ম্যাকলারেন বনাম হেক্টর ইয়ুস্তে হেক্টরও গত বার মোহনবাগানে খেলেছেন। তবে ম্যাকলারেনের খেলা তিনি জানেন না। শারীরিক ভাবে ম্যাকলারেনকে টেক্কা দিতে পারেন। অসি ফরোয়ার্ড বাজিমাত করতে পারেন গতি এবং দক্ষতায়। তাই সামান্য হলেও এগিয়ে মোহনবাগান।

গ্রেগ স্টুয়ার্ট বনাম প্রভাত লাকরা মাঝমাঠ থেকে খেলা তৈরি করায় সিদ্ধহস্ত গ্রেগ। তাঁকে থামানো সহজ নয়। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মাত্র এক ম্যাচ খেলা প্রভাতকে নিজের শীর্ষ দক্ষতায় পৌঁছতে হবে গ্রেগকে আটকাতে।

অনিরুদ্ধ থাপা বনাম শৌভিক চক্রবর্তী শৌভিক সাধারণত ডিফেন্সিভ ব্লকার। তাই অনিরুদ্ধকে খেলা তৈরি না করতে দেওয়া হবে তাঁর প্রধান কাজ। অনিরুদ্ধের জায়গায় সাহাল সামাদ খেললেও তাঁকে বেশি উঠতে দেওয়া যাবে না। অভিজ্ঞতার কারণে এগিয়ে থাকবেন শৌভিকই।

আপুইয়া বনাম সাউল ক্রেসপো গোল করাতে বা আটকাতে দুটোই পারেন ক্রেসপো। আপুইয়াকে নিজের খেলা না খেলতে দিলেই বাজিমাত করতে পারেন। আপুইয়ার বল বাড়ানোর ক্ষমতা অনেক ভাল। ফলে ক্রেসপোর লক্ষ্য থাকবে আপুইয়া যাতে বেশি ক্ষণ বল পায়ে না রাখতে পারেন। লড়াই সমানে-সমানে। নন্দকুমার বনাম শুভাশিস বসু উপরে উঠে গেলে দ্রুত নামার ক্ষেত্রে একটু সমস্যা রয়েছে শুভাশিসের। সেই জায়গাটি কাজে লাগাতে পারেন তিনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**